www.BANGLAKITAB.com

رياض الصالحين

রিয়াদুস সালেহীন

(প্রথম খণ্ড)

মূল

আল্লামা ইমাম নববী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুরআন মহল

২০ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী * ৬৬, প্যারিদাস রোড
বায়তুল মোকাররম * বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ঢাকা - ১০০০ * ফোন ঃ ৭১১১৫৫৭

www.BANGLAKITAB.com

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الذى بعث نبيه محمدًا ﷺ الرؤف الرحيم وهادى إلى صراط المستقيم والداعى إلى دين الإسلام القويم – صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه وسائر علماء الدين الصالحين.

হাদীস মানব জাতির অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোক-বর্তীকা, ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা। মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবন আদর্শ জানতে হলে এবং এবং জীবনের সকল স্তরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীস অধ্যয়ন অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন মাঝেই আমাদের জন্য উন্নতর ও সুন্দরতম আদর্শ রেখেছেন। এ আদর্শকে জানতে হলে হাদীস গ্রন্থ পড়তে হবে ও বুঝতে হবে।

হাদীসের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল। বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেও এ বিরাট ও বিশাল ভাণ্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চয়ন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উম্মাতের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীস বিন্যাস করে উম্মাতের জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন।

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর বিশ্বখ্যাত ও অমূল্য "রিয়াদুস্ সালিহীন" গ্রন্থখানা উম্মাতে মুসলিমার জন্য অনন্য উপহার। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি বিষয়ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীসের যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা বুঝানোর জন্য তিনি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের প্রথমেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও প্রদান করেছেন। সারা বিশ্বময় এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

বাংলা পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভাষা। বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজন অনুভব করে "রিয়াদুস্ সালেহীন" -এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এ শ্রম ও প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

গ্রাম ও ডাকঘর ঃ উয়ারুক
থানা ঃ শাহরাস্তি
জেলা ঃ চাঁদপুর।

আহ্কার
মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

www.BANGLAKITAB.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর জীবনী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বিশ্বখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'রিয়াদুস্ সালেহীন' (رياض الصالحين)-এর রচয়িতা হলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থের লেখক, জগৎ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইমাম নববী (র.)। তাঁর নাম হলো, শেয়খ মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আল-নাবাবী আল-দামেশ্কী (র.)। তাঁর ডাকনাম আবু যাকারিয়া, মূলনাম ইয়াহইয়া এবং লক্ব-উপাধি মুহীউদ্দীন।

৬৩১ হিজরীর ৫ই মুহাররামে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্কের নিকটবর্তী নাব্বী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৬ হিজরীর রজবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মাত্র ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ মহান ব্যক্তি শৈশব থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, শান্তশিষ্ট ছিলেন। কৈশোরেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর শিক্ষকগণকে আকৃষ্ট করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, নাহু, সারফ, মানতিক, ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীস ও ফিকহে তিনি আত্মার খোরাক বেশী পেতেন। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সে কালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেম ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এবং জ্ঞান আহরণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তিনি উন্নত চরিত্র, তাক্ওয়া ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে অত্যন্ত সাধারণ আহার করতেন, মোটা কাপড় পরতেন এবং সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধনায় কাটান। তিনি সকলের নিকট ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। জীবনে কখনো অর্থ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছোটেন নি। কারো থেকে দান গ্রহণ করেন নি। সারা জীবন ইল্মের প্রচার ও প্রসারে এবং ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

www.BANGLAKITAB.com

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ ঃ	বিশুদ্ধ নিয়্যত করা, সব কথায় ও কাজে এবং প্রকাশ্য গোপনীয় অবস্থায়	১
অনুচ্ছেদ ঃ	তাওবা	৯
অনুচ্ছেদ ঃ	ধৈর্য	২৭
অনুচ্ছেদ ঃ	সত্যনিষ্ঠা বা সত্যবাদিতা	৪৬
অনুচ্ছেদ ঃ	মুরাকাবা বা আত্মপর্যবেক্ষণ	৪৯
অনুচ্ছেদ ঃ	তাক্ওয়া-আল্লাহ্ভীতি ও পরহেযগারী	৫৫
অনুচ্ছেদ ঃ	ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল-দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা	৫৭
অনুচ্ছেদ ঃ	ইস্তিকামাত-অবিচল নিষ্ঠা	৬৫
অনুচ্ছেদ ঃ	আল্লাহর মহান সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা এবং দুনিয়ার ধ্বংস ও আখিরাতের অবস্থা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমানো এবং জীবনকে সুন্দর করার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করা	৬৬
অনুচ্ছেদ ঃ	কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক তৎপরতা এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান	৬৭
অনুচ্ছেদ ঃ	মুজাহিদা – সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা সাধনা করা	৭০
অনুচ্ছেদ ঃ	জীবনের শেষ অধ্যায় বেশী বেশী দীনী কাজের করার প্রতি উৎসাহ দান	৭৯
অনুচ্ছেদ ঃ	বিভিন্ন প্রকার ভাল কাজের বিবরণ	৮২
অনুচ্ছেদ ঃ	ইবাদত বন্দেগীতে ভারসাম্য ও নিয়মানুবর্তিতা	৯১
অনুচ্ছেদ ঃ	দীনী কাজে নিয়মানুবর্তিতা ও সক্রিয়তা	১০০
অনুচ্ছেদ ঃ	সুন্নাতের হিফাযত ও তার আনুসংগিক বিধি বিধান পালন	১০২
অনুচ্ছেদ ঃ	আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা ওয়াজিব	১০৮
অনুচ্ছেদ ঃ	বিদ্'আত ও দীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ও প্রচলন নিষিদ্ধ	১১০
অনুচ্ছেদ ঃ	ভাল কিংবা মন্দ পন্থা উদ্ভাবন	১১২
অনুচ্ছেদ ঃ	কল্যাণের পথ দেখান এবং সঠিক অথবা ভ্রান্ত পথের দিকে ডাক দেয়া	১১৪
অনুচ্ছেদ ঃ	নেকী ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা	১১৭
অনুচ্ছেদ ঃ	নসীহত (উপদেশ ও কল্যাণ কামনা) সম্পর্কে	১১৮
অনুচ্ছেদ ঃ	ন্যায়কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ	১১৯
অনুচ্ছেদ ঃ	যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, কিন্তু সে তদানুযায়ী কাজ করে না, তার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন	১২৭
অনুচ্ছেদ ঃ	আমানত আদায় করার নির্দেশ	১২৮
অনুচ্ছেদ ঃ	যুলুম করা হারাম এবং যুলুমের প্রতিরোধ করার নির্দেশ	১৩৫
অনুচ্ছেদ ঃ	মুসলমানদের মান-ইজ্জতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহ এবং তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও ভালোবাসা পোষণ করা	১৪৪
অনুচ্ছেদ ঃ	মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং একান্ত প্রয়োজন না হয়ে পড়লে তা প্রকাশ করা নিষেধ	১৫১

www.BANGLAKITAB.com

	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ ঃ	মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করা	১৫২
অনুচ্ছেদ ঃ	শাফাআ'ত বা সুপারিশ সম্পর্কে	১৫৪
অনুচ্ছেদ ঃ	লোকদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া	১৫৪
অনুচ্ছেদ ঃ	দুর্বল ও নিঃস্ব-গরীব মুসলমানদের ফযীলত	১৫৮
অনুচ্ছেদ ঃ	ইয়াতীম, কন্যা সন্তান এবং দুর্বল ও নিঃস্ব লোকদের সাথে ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করা, আদর-স্নেহ করা, অনুগ্রহ করা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা	১৬৩
অনুচ্ছেদ ঃ	মহিলাদের সথে সদ্ব্যবহার করা	১৬৯
অনুচ্ছেদ ঃ	স্ত্রীর উপর স্বামীর হক- অধিকার	১৭২
অনুচ্ছেদ ঃ	পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালবাসা	১৭৫
অনুচ্ছেদ ঃ	উত্তম ও পসন্দনীয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করা	১৭৮
অনুচ্ছেদ ঃ	নিজের পরিবারবর্গ, সন্তান এবং অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া, এর বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করা, এবং তাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত রাখা	১৭৯
অনুচ্ছেদ ঃ	প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা	১৮১
অনুচ্ছেদ ঃ	পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা	১৮৪
অনুচ্ছেদ ঃ	পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, তাদের অবাধ্য হওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম	১৯৫
অনুচ্ছেদ ঃ	পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী ও অন্যান্য লোক যাদেরকে সম্মান করা মুস্তাহাব, তাদের সাথে সদাচারণ করার ফযীলত	১৯৮
অনুচ্ছেদ ঃ	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের মর্যাদা	২০১
অনুচ্ছেদ ঃ	আলেম, বয়স্ক ও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্যান্যদের উপর তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া, তাঁদের মজলিস ও বৈঠকাদির গুরুত্ব এবং তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বর্ণনা করা	২০৩
অনুচ্ছেদ ঃ	নেক্‌কার লোকদের সাথে দেখা করা, তাদের বৈঠকসমূহে বসা, তাঁদের সংস্পর্শে থাকা, তাদেরকে ভালবাসা। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাওয়া, তাঁদেরকে দিয়ে দু'আ করানো এবং বরকতময় ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থানসমূহ দর্শন করা	২০৯
অনুচ্ছেদ ঃ	আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসার ফযীলত ও এ কাজে প্রেরণা দান এবং কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানানোর জন্য কি বলতে হবে	২১৭
অনুচ্ছেদ ঃ	আল্লাহ তা'আলার নিজের বান্দাদের ভালোবাসার নিদর্শন এবং এগুলো সৃষ্টি করায় উৎসাহ দান ও অর্জন করার সাধনা	২২২
অনুচ্ছেদ ঃ	সৎলোক, দুর্বল ও মিস্‌কীনদের কষ্ট দেয়ার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ	২২৪
অনুচ্ছেদ ঃ	মানুষের বাহ্যিক কাজের ওপর ধর্মীয় নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে' আর তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মহান আল্লাহর উপর সমর্পিত	২২৫

www.BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ الْاِخْلَاصِ وَاِحْضَارِ النِّيَّةِ فِيْ جَمِيْعِ الْاَعْمَالِ وَالْاَقْوَالِ وَالْاَحْوَالِ الْبَارِزَةِ الْخَفِيَّةِ

অনুচ্ছে ঃ বিশুদ্ধ নিয়্যত করা, সব কথায় ও কাজে এবং প্রকাশ্য গোপনীয় অবস্থায়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"وَمَآ أُمِرُوْٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ـ

"আর তাদেরকে হুকুম করা হয়েছে যে তারা যেন একনিষ্ঠ হয়ে আন্তরিকভাবে আল্লাহর দীন পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। আর তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে। এটাই হচ্ছে সরল ও মজবুত জীবন ব্যবস্থা। (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৫)

"لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ" ـ

"তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশ্ত ও রক্ত আল্লাহর নিকট কখনও পৌছে না। বরং তোমাদের তাক্ওয়া -আল্লাহ ভীতি তাঁর নিকট পৌঁছে।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩৭)

"قُلْ إِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ـ

"আপনি বলে দিন, তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখ অথবা প্রকাশ কর তা আল্লাহ জানেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২৯)

١- عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى ابْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِمْرَآةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

www.BANGLAKITAB.com

১. আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলঅইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সকল কাজের ফলাফল নিয়্যত অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকেই যে নিয়্যতে কাজ করবে সে তাই পাবে। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্য হয়েছে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্য হয়েছে আর যার হিযরত দুনিয়া প্রাপ্তির জন্য সে তাই পাবে অথবা কোন নারীকে বিবাহের জন্য তার হিজরত তাই হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ جَيْشُ الْكَعْبَةَ فَاِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءِ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأٰخِرِهِمْ " قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একটি সৈন্য দল কা'বা শরীফের উপর হামলা করতে যাবে। যখন তারা সমতল ভূমিতে পৌঁছবে তখন তাদের পূর্বের ও পরের লোকজন সব সহ ভূমিকে ধসিয়ে দেয়া হবে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি করে তাদের পূর্বের ও পরের সব লোক সহ ধসিয়ে দেয়া হবে ? অথচ তাদের মধ্যে বহু নগরবাসী ও এমন লোক থাকবে যারা হামলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তিনি বললেন ঃ তাদের পূর্বের ও পরের লোক সহ ধসিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাদের নিয়্যত অনুযায়ী তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়্যত রয়েছে। যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দেয়া হবে তখনই তোমরা বের হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَّا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِلَّا شَرِكُوْكُمْ فِي الْأَجْرِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

www.BANGLAKITAB.com

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أَقْوَامًا خَلَفْنَا بِالْمَدِيْنَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ـ

৪. হযরত আবু আবদুল্লাহ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ "মদীনায় এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে, তোমরা যে সমস্ত স্থানে সফর কর এবং যে ময়দান অতিক্রম কর সেখানে তারা তোমাদের সাথেই থাকে। তাদেরকে রোগে আটকে রেখেছে। (মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁরা সাওয়াবে তোমাদের সাথে শরীক হবে।

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা তাবুকের জিহাদ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফিরে আসার পর তিনি বললেন ঃ মদীনায় এমন একদল লোক রয়ে গেছে যারা আমাদের সাথেই আসেনি এবং কোন ময়দানও অতিক্রম করেনি, কিন্তু তবুও তারা আমাদের সাথেই আছে তাদেরকে বিশেষ ওজর আটকে রেখেছে।

٥- عَنْ أَبِيْ يَزِيْدَ مَعْنِ بْنِ الْأَخْنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُم وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّوْنَ قَالَ كَانَ أَبِيْ يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ : وَاللّٰهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُّ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : لَكَ نَوَيْتَ يَايَزِيْدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৫. হযরত আবু ইয়াযীদ মান ইব্‌ন আখ্‌নাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি, তার পিতা এবং দাদা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ইয়াযীদ (রা) কিছু দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সাদাকার জন্য বের করলেন, তিনি মসজিদে কোন একটি লোকের কাছে তা রেখে দিলেন। আমি গিয়ে তা নিয়ে এলাম। এতে আমার পিতা বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে দেবার ইচ্ছা করিনি। আমি তখন বিষয়টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করলাম। তিসি বললেনঃ হে ইয়াযীদ! তুমি যা নিয়্যত করেছো তার (সাওয়াব) তোমার। আর হে মান! তুমি যা নিয়েছ তাও তোমার। (বুখারী)

٦- عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ سَعْدِبْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ مَالِكِ بْنِ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ الْقُرَشِيِّ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَحَدَ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِلَهُمْ بِالْجَنَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ : جَاءَنِيْ

www.BANGLAKITAB.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّبِىْ فَقُلْتُ " : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرَى وَأَنَا ذُوْمَالٍ وَلاَ يَرِثُنِىْ إِلاَّ أَبْنَةٌ لِىْ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَ، قُلْتُ فَالشَّطْرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ لاَ، قُلْتُ فَالثُّلُثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَوْ كَبِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِىْ فِىْ إِمْرَأَتِكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِىْ ؟ قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِىْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً : وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْ ، اَللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُبْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৬. হযরত আবূ ইসহাক সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হুজ্জাতুল বিদার– বিদায় হজ্জের বছরে খুব রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রোগের অবস্থা তো আপনি দেখছেন। আর আমি একজন ধনী লোক। আমার ওয়ারিস একমাত্র আমার কন্যাই হবে। তাহলে আমি কি আমার সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ সাদাকা করে দেব ? তিনি বললেন (না) আমি আবার বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অর্ধেকটা? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন ঃ তিন ভাগের এক ভাগই দান কর। আর এটাই অনেক বেশী অথবা (বলেন) অনেক বড়। তোমার ওয়ারিসগণকে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় না রেখে তাদেরকে ধনবান করে রেখে যাওয়াই উত্তম। যেন তাদেরকে মনুষের নিকট হাত পাততে না হয়। তুমি আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যাই ব্যয় কর না কেন, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দেবে তারও প্রতিদান তোমাকে নিশ্চয়ই দেয়া হবে। আব্ ইসহাক (র) বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কি আমার সঙ্গীগণের (হিজরতের) পর (মক্কায়) রয়ে যাব ? তিনি বললেনঃ তুমি থেকে গিয়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যে কাজই কর না কেন, তাতে তোমার মর্যাদাও সম্মান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। খুব সম্ভব তুমি থেকে যাবে। তখন অনেকে তোমার দ্বারা উপকৃত হবে আবার অনেকে তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হে আল্লাহ্ ! আমার সাথীদের হিজরত সম্পন্ন কর এবং তাদেরকে পিছনে ফিরিয়ে দিও না। তবে সা'দ ইব্ন খাওলা (রা) কিন্তু সত্যিই কৃপার পাত্র। মক্কায় তাঁর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেদনা প্রকাশ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لاَيَنْظُرُ إِلى أَجْسَامِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি তাকাবেন না, বরং তোমাদের মনের ও কর্মের প্রতি তাকাবে"। (মুসলিম)

٨- عَنْ أَبِىْ مُوْسى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً اَىُّ ذَلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য লড়াই করে, আর কেউ আত্মসম্মান ও বংশগত মর্যাদার জন্য লড়াই করে, আবার কেউ বা লোক দেখানোর জন্য লড়াই করে– এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সেই আল্লাহর পথে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٩- عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯. আবু বাক্‌রা নুফাই ইব্‌ন হারিস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলিম তাদের তরবারী নিয়ে পরস্পর মারামারি করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখবাসী হয়। হযরত আবু বাকারা (রা) জিজ্ঞেস করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! হত্যাকারীর দেযখবাসী হওয়াটা তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তির দোযখবাসী হওয়ার কারণ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এর কারণ হচ্ছে এই যে সে তার প্রতিপক্ষকে হত্যার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِىْ سُوْقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

www.BANGLAKITAB.com

وَذٰلِكَ أَنَّ اَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَايُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلَاةَ لَايَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِى مَجْلِسِهِ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ ، اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"পুরুষের জামায়াতে নামায পড়ার সাওয়াব তার বাজারে ও ঘরের নামায অপেক্ষা ২৫/২৭ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি যখন ভালভাবে অযূ করে শুধু নামাযের নিয়্যতে মসজিদে আসে এবং নামায ছাড়া অন্য কিছু তাকে উদ্বুদ্ধ করে না, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার প্রতি পদক্ষেপে মর্যাদা বাড়তে থাকে এবং তার একটি করে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। সে যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে আটকে রাখে ততক্ষণই সে নামাযের মধ্যে থাকে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযী কাউকে কোন কষ্ট না দিয়ে নিজেকে নামাযের স্থানে অযূ সহ বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকে এবং বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম কর, হে আল্লাহ! তার গুনাহ ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তার তাওবা কবুল কর।' (বুখারী ও মুসলিম)

١١- وَعَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَاِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মহান ও পরাক্রমশালী প্রতিপালকের নিকট থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ "আল্লাহ সৎকাজ ও অসৎ কাজ লিখে দিয়েছেন। তারপর তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের সংকল্প করে তার করে না,তাকে আল্লাহ তা'য়ালা একটি পূর্ণ নেকীর সাওয়াব দান করেন। আর যদি সংকল্পের পর উক্ত কাজ করে ফেলে, তবে আল্লাহ ১০টি থেকে ৭০০ পর্যন্ত এমনকি তার চেয়েও বেশী সাওয়াব দান করেন।

www.BANGLAKITAB.com

আর যদি কোন অসৎকাজের সংকল্প করে তা না করে, তবে আল্লাহ তার বিনিময়ে একটি পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। আর যদি সংকল্প করার পর সেই অসৎ কাজটি করে ফেলে, তবে আল্লাহ একটি মাত্র গুনাহ লেখেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢- وَعَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنْطَلَقَ ثَلاَثَةَ نَفَرٍمِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى اٰوَاهُمُ الْمَبِيْتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوْا : إِنَّه لاَيُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ بِصَالِحِ اَعْمَالِكُمْ ، قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اَللّٰهُمَّ كَانَ لِىْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لاَ أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا اَهْلاً وَلاَ مَالاً فَنَأَى بِىْ طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُّهُمَا نَائِمِيْنَ ، فَكَرِهْتُ أَوْ أُوْقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبُقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً ، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِىَ أَنْتَظِرُ إِسْتِيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَاسْتَقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهُ قَالَ الاٰخَرُ: اَللّٰهُمَّ كَانَتْ لِىْ إِبْنَةُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ ، وَفِى رِوَايَةٍ كُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَايُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَأَرَدْتُّهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّىْ حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِىْ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّىَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا - وَفِى رِوَايَةٍ فَلَمَّا قَعَدْتُّ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلاَتَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِىَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِىْ أَعْطَيْتُهَا اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِىْ لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنِىْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَدِّ إِلَىَّ

www.BANGLAKITAB.com

أَجْرِىْ فَقُلْتُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَسْتَهْزِئْ فَقُلْتُ لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ পূর্বকালের তিনজন লোক কোথাও চলার পথে বৃষ্টি এসে তাদেরকে এক পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তারা সেখানে প্রবেশ করার পর একখানা পাথর খসে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা পরস্পর বলতে লাগল–"তোমরা একমাত্র আল্লাহর কাছে তোমাদের খাঁটি আমলকে অসিলা বানিয়ে দু'আ করলে এই পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি পাবে।" তাদের একজন বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমার পিতামাতা ছিলেন খুব বৃদ্ধ। আর আমি তাঁদেরকে আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির পূর্বেই দুধ পান করিয়ে দিতাম। একদিন জ্বালানী কাঠের সন্ধানে আমাকে বহুদূর যেতে হল এবং যথাসময়ে বাড়ী ফিরে আসতে পারলাম না, এমনকি তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি তাঁদের রাতে খাওয়ার জন্য দুধ দোহন করে এনে দেখি তাঁরা ঘুমিয়ে আছেন। তখন তাঁদেরকে জাগিয়ে তোলা আমি পছন্দ করলাম না। আবার তাঁদের পূর্বে পরিবারবর্গকে দুধ খাওয়াতেও ভাল লাগছিল না। কাজেই আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। এদিকে সন্তানগুলো আমার পায়ের কাছে ক্ষুধায় কান্নাকাটি করছিল। এ অবস্থায় ভোর হয়ে গেল। তারপর তাঁরা জেগে উঠে দুধ খেয়ে নিলেন। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজটি তোমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তাহলে এ পাথরের দরুন যে বিপদে পড়েছি তা দূর করে দাও। এতে পাথরখানা কিছুটা সরে গেল বটে, কিন্তু এর ফাঁক দিয়ে তারা বের হতে পারল না। অন্য একজন বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাত বোন ছিল। আমি তাকে সবচেয়ে বেশি ভাল বাসতাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে, পুরুষ নারীকে যত বেশী ভালবাসতে পারে আমি তাকে তত বেশী ভালবাসতাম। আমি তার সংগে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলাম। কিন্তু সে রাযী হল না। শেষে ১২০টি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। এতে সে রাযী হয়ে গেল। আমি যখন তাকে পেলাম, অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখন সে বলল ঃ "আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে আমার কুমারীত্ব নষ্ট করো না।" তখনই আমি তাকে ছেড়ে চলে গেলাম। অথচ মানুষের মধ্যে সে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ্! আমি যাদ এ কাজ তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য করে থাকি, তা হলে আমাদের এই বিপদ দূর করে দাও। এতে পাথরখানা আরও কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতেও তারা বের হতে পারল না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমি কয়েকজন শ্রমিক রেখেছিলাম। তাদের সবাইকে পারিশ্রমিক দিলাম। কিন্তু একজন তার পারিশ্রমিক ছেড়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীটা ব্যবসায়ে খাটালাম। তাতে ধন দৌলত অনেক বেড়ে গেল। কিছুকাল পর সে ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমার পারিশ্রমিক দাও। আমি

www.BANGLAKITAB.com

বললাম ঃ যত উট, গরু, ছাগল, চাকর দেখছ এসবই তোমার মজুরী। সে বলল ঃ 'হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না।' আমি তাকে বললাম, 'আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি না।' তারপর সে সব কিছু নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই রেখে গেল না। হে আল্লাহ্! আমি যদি তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তারপর পাথরখানা সরে গেল এবং তারা সকলেই বের হয়ে চলে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওবা।

قَالَ الْعُلَمَاءُ : رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى لَاتَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اٰدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوْطٍ : أَحَدُهَا أَنْ يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالثَّانِيْ أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا وَالثَّالِثُ أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لَايَعُوْدَ إِلَيْهَا أَبَدًا فَإِنْ فَعَلَ اَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِاٰدَمِيٍّ فَشُرُوْطُهَا أَرْبَعَةٌ : هٰذِهِ الثَّلَاثَةُ وَأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَالاً أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ غِيْبَةً اِسْتَحَلَّهُ مِنْهَا وَيَجِبُ أَنْ يَتُوْبَ مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوْبِ ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ ذٰلِكَ الذَّنْبِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِيْ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوْبِ التَّوْبَةِ ـ

আল্লামা নববী (র) বলেন, উলামায়ে কিরামের মতে, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। যদি গোনাহ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে হয় এবং তার সাথে কোন মানুষের হক জড়িত না থাকে, তবে তা থেকে তাওবা করার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্তটি হচ্ছে ঃ তাওবাকারীকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ সে তার কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হবে। তৃতীয়ত ঃ তাকে পুনরায় গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর যদি অন্য কোন ব্যক্তি সাথে গুনাহর কাজটি সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে ইসলামের নীতি অনুযায়ী তা থেকে তাওবা করার জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্ত ছাড়া আরও একটি শর্ত আছে। এই চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে ঃ তাওবাকারীকে হক্‌দার ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে। যদি কারও ধন-সম্পত্তির হক থাকে অথবা এরূপ অন্য কিছু থাকে, তবে তা তাকে ফেরত দিতে হবে। কোন অন্যায় দোষারোপ এবং এরূপ অন্য কোন বিষয় থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। গীবত বা পরনিন্দার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

www.BANGLAKITAB.com

সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। কতক গুনাহ থেকে তাওবা করলে তাওবা বিশুদ্ধ হবে। তবে তা শুধু সেই বিশেষ গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করা হয়েছে বলে গরিগণিত হবে এবং অন্যান্য গুনাহসমূহ থেকে তাওবা বাকী রয়ে যাবে। প্রবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্‌মার মাধ্যমে তাওবা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।"(সূরা নূর ঃ ৩১)

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا إِلَيْهِ -(هود : ٣١)

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাও। তারপর তাঁর নিকট তাওবা কর।"(সূরা হূদ ঃ ৩১)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা কর।" (সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৮)

١٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহর কসম ! আমি প্রতিদিন ৭০ বারেরও অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাই। (বুখারী)

١٤- عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِّى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يٰأَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَإِنِّىْ أَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৪. হযরত আগার ইব্‌ন ইয়াসার মুযানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং গুনাহ মাফ চাও। আমি প্রতিদিন ১০০ বার তাওবা করি। (মুসলিম)

١٥- عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِىِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِىْ أَرْضٍ فَلَاةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "اَللّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ -

১৫. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেল। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন যার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য নিয়ে তার উট মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। সে নিরাশ হয়ে কোন এক গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এহেন নিরাশ অবস্থায় হঠাৎ তার নিকট সেই উটটিকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে সে তার লাগাম ধরে ফেলল এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল,হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক! সে অতি আনন্দেই এ ধরনের ভুল করে ফেলল।

١٦- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৬. হযরত আবু মূসা আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়েস আশ'আরী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামত পর্যন্ত) প্রতি রাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গুনাহগার তাওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে রাতের গুনাহগার তাওবা করে। (মুসলিম)

١٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে (তার গুনাহ থেকে) তাওবা করবে তার তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন।" (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ গরগর-মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযী)

١٩- عَنْ زِرِّيْنِ جُبَيْشٍ قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَسَالُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ : ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًابِمَا يَطْلُبُ فَقُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِيْ صَدْرِيْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَكُنْتَ أَمْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَه يَذْكُرُ فِيْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا اَوْ مُسَافِرِيْنَ أَنْ لَانَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ فَقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَه يَذْكُرُ فِي الْهَوٰى شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ : يَا مُحَمَّدُ ،فَأَجَابَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ صَوْتِه"هَاؤُمُ" فَقُلْتُ لَهُ مِنْحَكَ ! اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نُهِيْتَ عَنْ هَذَا فَقَالَ : وَاللّٰهِ لَا أَغْضُضُ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَمَازَالَ يُحَدِّثُنَا حَتّٰى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيْرَةُ عَرْضِه أَوْ يَسِيْرُ الرَّاكِبَ فِيْ عَرْضِه أَرْبَعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ عَامًا (قَالَ سُفْيَانُ أَحَدُ الرُّوَاةِ قِبَلَ الشَّامِ) خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ -

১৯. হযরত ইব্ন হুবাইশ (র) বলেন ঃ আমি সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল (রা) নিকট মোজার উপর মাসেহ্ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। তিনি আমার আসার

www.BANGLAKITAB.com

উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলে, আমি বললাম, জ্ঞান লাভের জন্য এসেছি। তিনি বললেন, ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর জ্ঞানচর্চায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের ডানা তার জন্য বিছিয়ে দেয়। আমি বললাম, মলমূত্র ত্যাগের পর মোজার উপর মাসেহ্ করার ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ হয়েছে। আর আপনি হচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী। তাই আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, আপনি এ বিষয়ে তাঁর কোন বাণী শুনেছেন কিনা? তিনি বললেনঃ হাঁ যখন আমরা সফরে থাকতাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের তিন দিন দিন রাত পর্যন্ত জানাবাত (গোসল ফরয হয় যে অবস্থায়) ছাড়া (অযূর সময় পা ধোয়ার জন্য) পা থেকে মোজা না খুলতে আদেশ করেছেন। তবে মলমূত্র ত্যাগ ও নিদ্রার পর অযূ করতে গিয়ে মোজা খুলতে হবে না। আমি বললাম ঃ ভালবাসা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু বলতে শুনেছেন কি ? তিনি উত্তরে বললেন, হাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। আমরা তাঁর নিকট থাকাকালীন হঠাৎ একজন গ্রাম্য লোক এসে উচ্চস্বরে হে মুহাম্মদ! বলে তাঁকে ডাক দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর মত জোরে আওয়াজ দিয়ে বললেন ঃ বস। আমি তাকে বললাম, আহ! তোমার আওয়াজ ছোট কর। কারণ তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে রয়েছ এবং তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি বলল, আমি আমার আওয়াজ ছোট করব না। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, অথচ সে এখনও তাদের সাথে মিলেনি। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "যে যাকে ভালবাসে সে তারই সাথে কিয়ামাতের দিনে থাকবে।" এভাবে তিনি কথা বলতে বলতে শেষে পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা বললেন, যার প্রস্থের দূরত্ব পায়ে হেঁটে গেলে অথবা কোন যানবাহনে গেলে চল্লিশ অথবা সত্তর বছর।

সুফিয়ান নামে একজন হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ঃ "যে দিন আল্লাহ তা'য়ালা আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করেছেন, সেই থেকে (সিরিয়ার দিকে) এই দরজা তাওবার জন্য খেলা রেখেছেন। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এ দরজা বন্ধ করা হবে না।" (ইমাম তিরমিযী ও অন্যরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

٢٠- وعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعْدِبْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لَا ، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللّٰهَ مَعَهُمْ ، وَلَا

www.BANGLAKITAB.com

تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ : فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى: وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ" إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُوْرَةِ اٰدَمِّى فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ أَىْ حُكْمًا فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْأَرْضِيْنَ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَلَهُ ، فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ أَدْنَى الْأَرْضَ الَّتِىْ أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২০. আবু সাঈদ সা'দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সিনান খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তীকালে একটি লোক ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করল। তাকে একজন সংসারত্যাগী খ্রিস্টান দরবেশের কথা বলে দেয়া হল। সে তার নিকট গিয়ে বলল, সে ৯৯ জন লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কি? দরবেশ বলল, নেই। এতে লোকটি দরবেশকে হত্যা করে ১০০ সংখ্যা পূর্ণ করল। তারপর আবার সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করায় তাকে এক আলেমের কথা বলে দেয়া হল। সে তার নিকট গিয়ে বলল, সে ১০০ লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কি না? আলিম বললেন, হাঁ তাওবার সুযোগ আছে। আর তাওবার অন্তরায় কে হতে পারে? তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর ইবাদত করছে। তুমিও তাঁদের সাথে ইবাদত কর। আর তোমার দেশে ফিরে যেও না। এটা খারাপ জায়গা। লোকটি নির্দেশিত জায়গার দিকে চলতে থাকল। অর্ধেক পথ গেলে তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ল। তখন রহমতের ফিরিশতাগণ বলতে লাগলেন, এ লোকটি তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফিরেশতাগণ বলতে লাগলেন, লোকটি কখনও কোনো ভাল কাজ করেনি। এমন সময় আর এক ফিরিশ্‌তা মানুষের রূপ ধরে তাদের নিকট এল। তখন তারা তাকেই এ বিষয়ের শালিস মেনে নিল। শালিসকারী বললঃ তোমরা উভয় দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি নিকটতর হবে সেটিরই সে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে আসছিল তাকে সে দিকটির নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে রহমতের ফিরিশ্‌তাগণ লোকটির প্রাণ করয করে নিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٢١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِهِ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ كَعْبٌ : لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلاَّ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ

www.BANGLAKITAB.com

أَنِّى قَدْ تَخَلَّفْتُ فِىْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ غَيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيْعَادٍ ، وَلَقَدْ شَهِدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِىْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا وَكَانَ مِنْ خَبَرِىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ أَنِّىْ لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوٰى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّى حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِىْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللّٰهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِىْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةَ فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَّمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيْرًا فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمْرَهُمْ لِيَتَاهَّبُوْا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِىْ يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٌ (يُرِيْدُ بِذٰلِكَ الدِّيْوَانَ) قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ ذٰلِكَ سَيَخْفٰى بِهِ مَالَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْىٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَغْدُوْ لِكَىْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَأَرْجِعَ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا وَأَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ أَنَا قَادِرٌ عَلٰى ذٰلِكَ إِذَا أَرَدْتُ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِىْ حَتّٰى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِىْ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِىْ حَتّٰى اسْمَرَّعُوْا وَتَفَارَطَ الْغَزْوَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ فَيَالَيْتَنِىْ فَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لِىْ فَطَفِقْتُ إِذَ خَرَجْتُ فِى النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْزُنُنِىْ أَنِّىْ لَا أَرٰى لِىْ أُسْوَةً إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ فِى النِّفَاقِ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى

www.BANGLAKITAB.com

مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَلَغَ تَبُوْكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَسْبُهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِيْ عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَاهُوَ عَلَى ذٰلِكَ رَأَى رَجُلاً مُبَيِّضًا يَزُوْلُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ فَإِذَا هُوَ أَبُوْ خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَالَّذِيْ تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوْكَ حَضَرَنِيْ بَثِّيْ فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُوْلُ بِمَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَأَسْتَعِيْنُ عَلَى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِيْ رَأْيٍ مِّنْ أَهْلِيْ فَلَمَّا قِيْلَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّيْ الْبَاطِلُ حَتّٰى عَرَفْتُ أَنِّيْ لَمْ أَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ اَبَدًا فَأَجْتَعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كَانُوْا بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ رَجُلاً فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَوَائِرَهُمْ إِلَى اللّٰهِ حَتّٰى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِيْ حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِيْ مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي وَاللّٰهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ إِنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ لَقَدْ أُعْطِيْتُ جَدَلاً وَلٰكِنِّيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ تَرْضٰى بِهِ عَنِّيْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيْهِ إِنِّي لاَ رَجُوْ فِيْهِ عُقْبَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ لِيْ مِنْ عُذْرٍ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوٰى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ ، قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ

www.BANGLAKITAB.com

فُقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيْكَ وَثَارَ رِجَالٍ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَاتَّبَعُوْنِيْ فَقَالُوْا لِيْ : وَاللّٰهِ مَا عَلِمْنَاكَ اَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِيْ أَنْ لاَتَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَبِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُوْنَ فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَكَ قَالَ : فَوَاللّٰهِ مَازَالُوْا يُؤَنِّبُوْنَنِيْ حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأُكَذِّبَ نَفْسِيْ ثُمَّ قُلْتُ وَقِيْلَ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوْا : نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلاَنِ قَالاَ مِثْلَ مَاقُلْتَ وَ قِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيْلَ لَكَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمَا؟ قَالُوْا : مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ ، قَالَ فَذَكَرُوْا لِيْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيْهِمَا أُسْوَةٌ ، قَالَ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيْ وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، أَوْ قَالَ تَغَيَّرُوْا لَنَا حَتّٰى تَنَكَّرَتْ لِيْ فِيْ نَفْسِيْ الْأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِيْ أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا لِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَاَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَطُوْفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِيْ أَحَدٌ وَاَتِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِّيْ قَرِيْبًامِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا اَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِيْ نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّيْ ، حَتّٰى إِذَا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِيْ قَتَادَةَ ، وَهُوَابْنُ عَمِّيْ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَنِيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَ ﷺ؟ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ فِيْ سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا

www.BANGLAKITAB.com

نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِيْ فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا ، فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللّٰهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ حِيْنَ قَرَأْتُهَا : وَهٰذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلاَءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْنِيْ فَقَالَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ إِمْرَأَتَكَ فَقُلْتُ : أَطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ فَقَالَ : لاَ بَلْ اِعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا ، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ ، فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِيْ : اِلْحَقِيْ بِأَهْلِكِ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ ، فَجَاءَتْ إِمْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَه : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ : لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ : لاَ وَلٰكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ فَقَالَتْ إِنَّهُ وَاللّٰهِ مَابِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ وَوَاللّٰهِ مَازَالَ يَبْكِيْ مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هٰذَا فَقَالَ لِيْ بَعْضُ أَهْلِيْ : لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ إِمْرَأَتِكَ فَقَدْ أَذِنَ لِإِمْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْنِيْ مَاذَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بِذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنَا ، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَى نَفْسِيْ وَضَاقَتْ عَلَى الْأَرْضِ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُوْلُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ ، يَاكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَبْشِرْ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ ، فَآذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى

www.BANGLAKITAB.com

صَلاَةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا ، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُوْنَ ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِيْ وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِيْ الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَه ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِشَارَتِه وَاللّٰه مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَتَلَقَّانِيْ النَّاسُ فَوْجًا يُهَنِّئُوْنِيْ بِالتَّوْبَةِ وَيَقُوْلُوْنَ لِيْ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰه عَلَيْكَ حَتّٰى دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰه رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِيْ وَهَنَّأَنِيْ، وَاللّٰه مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرَهُ فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ قَالَ وَهُوَيَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ : أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ! فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه أَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰه؟ قَالَ : لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ "وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَانَ وَجْهُهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰه مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللّٰه وَإِلَى رَسُوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " فَقُلْتُ إِنِّيْ أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ، وَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰه إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِيْ بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيْتُ ، فَوَاللّٰه مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَبْلاَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰه ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِيَ اللّٰهَ تَعَالَى وَاللّٰه مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰه ﷺ إِلَى يَوْمِيْ هَذَا وَإِنِّيْ لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْمَا بَقِيَ ، قَالَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : "لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ حَتّٰى بَلَغَ "إِنَّهُ

www.BANGLAKITAB.com

بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ" وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتّى بَلَغَ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ "قَالَ كَعْبُ : وَاللّٰهِ مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِيَ اللّٰهُ لِلإِسْلاَمِ أَعْظَمَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ أَنْزَلَ الْوَحِيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ ، فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوْا عَنْهُمْ : إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ، فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاَيَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ " قَالَ كَعْبُ : كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَاالثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَلَفُوْا لَه فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَلَهُمْ ، وَأَرجَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتّى قَضَى اللّٰهُ تَعَالى فِيْهِ بِذَلِكَ ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا" وَلَيْسَ الَّذِيْ ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ. وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُه إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُه أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَه وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২১। হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিকের (রা)–এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিচালক ছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আমি তাবুকের জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে না গিয়ে পিছনে রয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর বক্তব্য শুনেছি। কা'ব (রা) বলেছেন ঃ তাবুকের জিহাদ ছাড়া আমি কোন জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আলাদা ছিলাম না। তবে বদরের জিহাদ থেকেও আমি দূরে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই জিহাদের যাঁরা শরীক হননি তাঁদের কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমগণ কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা (বাহ্যতঃ) অসময়ে মুসলিমদেরকে তাদের দুশমনদের সাথে সংঘর্ষের সম্মুখীন করে দিলেন। আমরা আকাবার রাতে যখন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বায়'আত করেছিলাম, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম, যদিও বদরের জিহাদ মানুষের মধ্যে বেশী স্মরণীয়, তবুও আমি আকাবায় উপস্থিতির বদলে বদরের উপস্থিতিকে গ্রহণ করা পছন্দ করি না।

www.BANGLAKITAB.com

তাবূকের জিহাদে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে না যাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এই জিহাদের সময় আমি যতটা শক্তিশালী ও ধনবান ছিলাম এতটা আর কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম, এ জিহাদের সময় আমার দু'টি উট ছিল। কিন্তু এর পূর্বে আমার দু'টি উট ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলে অন্য স্থানের কথা বলে গন্তব্য স্থানের কথা গোপন করে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যধিক গরমের সময় তাবুকের জিহাদে যান। সফর ছিল অনেক দূরের। অঞ্চল ছিল খাদ্য ও পানিহীন। আর শত্রুসৈন্যের সংখ্যাও ছিল বেশী। তাই তিনি মুসলমানদের কাছে এই জিহাদের কথা খুলে বলে দিলেন। যাতে করে সবাই জিহাদের জন্য ঠিকমত প্রস্তুত হতে পারেন। তিনি তাদেরকে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে দিলেন। বহু মুসলিম মুজাহিদ এ জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। সে সময় তাঁদের নাম তালিকাভূক্ত করার জন্য রেজেষ্ট্রি বই ছিল না। হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ যে লোক জিহাদে যোগদান না করে আত্মগোপন করতে চাইত সে অবশ্যই মনে করত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সম্পর্কে অহী নাযিল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভূমিকা গোপন থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ জিহাদে যান তখন গাছের ফল পেকে গিয়েছিল এবং গাছপালার ছায়াও আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল। আমি এসবের দিকে আকৃষ্ট ছিলাম। যাহোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথে মুসলিমগণ যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন। আমিও তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি করার উদ্দেশ্যে সকাল বেলা যেতাম বটে, কিন্তু কোন কিছু না করেই ফিরে আসতাম। আর মনে মনে ভাবতাম যে, আমি ইচ্ছা করলেই এ কাজ করতে পারব। এভাবে গড়িমসি করতে করতে অনেক দিন চলে গেল। এমনকি লোকেরা সফরের জোর প্রস্তুতি করে ফেলল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম মুজাহিদদের নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু আমি তো কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। আমি আবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে গেলাম। কিন্তু কিছুই করলাম না। কিছু কাল আমার এই গড়িমসি চলতে লাগল। ওদিকে মুজাহিদগণ দ্রুত অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন এবং জিহাদও সন্নিকটে! আমি তখন মনে করলাম যে, রওয়ানা হয়ে গিয়ে ওদের সাথে মিলে যাব। আহা! আমি যদি তা করতাম। তারপর আর তা আমার ভাগ্যেই হল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতাম, তখন যাদেরকে মুনাফিক বলা হত এবং যাদেরকে আল্লাহ্ অক্ষম ও দুর্বল বলে গণ্য করেছিলেন সেই রকমের লোক ছাড়া আর কাউকে আমার মত ভূমিকায় দেখতে পেতাম না। এ অবস্থা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিত। তাবুক পৌছা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কথা স্মরণ করেননি। তাবূকে তিনি লোকজনের মধ্যে বসা অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, কা'ব ইব্ন মালিক কি করল? বনী সালিমের একজন লোক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে তার চাদর ও শরীরের দুই পার্শ্বদেশ দর্শন আটকে রেখেছে। (অর্থাৎ সে পোষাক-পরিচ্ছদ শরীর গঠন ও সৌন্দর্য চর্চায় লিপ্ত থাকায় জিহাদে আসেনি।) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) তাকে বললেন, তুমি যা বললে তা খারাপ কথা। আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তার ব্যাপারে ভাল ছাড়া আর কিছু জানি না। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাম চুপ রইলেন। এমন অবস্থায় তিনি সাদা পোষাক পরিহিত একজন লোককে মরুভূমির মরিচীকার ভেতর দিয়ে আসতে দেখে বললেন- তুমি আবু খায়সামা? দেখা গেল তিনি সত্যিই আবু খায়সামা আনসারী। আর আবূ খায়সামা (রা) হচ্ছেন সেই ব্যক্তি মুনাফিকরা যাঁকে টিট্‌কারী দিয়েছিল এক সা' খেজুর সাদাকা হিসেবে দান করেছিলেন বলে। হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ যখন তাবুক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিরে আসার খবর পেলাম তখন আমার খুব দুশ্চিন্তা হল। তাই মিথ্যা ওযর ভাবতে লাগলাম। (মনে মনে) বলতে লাগলাম, কিভাবে তাঁর অসন্তোষ থেকে বাঁচতে পারি। আমার পরিবারবর্গের বুদ্ধিমান লোকদের নিকট সাহায্য চাইলাম। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসছেন বলে খবর পাওয়া গেল, তখন মিথ্যা বলার ইচ্ছা দূর হয়ে গেল। এমনকি কোন কিছু দ্বারা মুক্তি পাব না বলে বুঝতে পারলাম, তাই সত্য কথা বলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এলেন। আর তিনি সফর থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তারপর লোকজনের সামনে বসতেন। এ নিয়ম অনুযায়ী তিনি যখন বসলেন, তখন যারা এ জিহাদের যোগদান করেনি, তারা কসম করে ওযর পেশ করতে লাগল। এরূপ লোক ৮০ জনের বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রকাশ্য বক্তব্য গ্রহণ করলেন। তাদের বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং তাদের গোনাহ্‌র জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের গোপন অবস্থা আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলেন। অবশেষে আমি হাযির হয়ে যখন সালাম দিলাম, তিনি রাগের হাসি হাসলেন। তারপর কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি জন্য পিছনে রয়ে গেলে? তুমি তোমার যানবাহন কিনেছিলে না? কা'ব (রা) বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার লেকের কাছে বসতাম, তাহলে কোন ওযর দ্বারা তার অসন্তোষ থেকে বাঁচবার পথ দেখতে পেতাম। যুক্তিপ্রদর্শনের যোগ্যতা আমার আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যদিও আজ আমি আপনার নিকট মিথ্যা কথা বললে তাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু মহান আল্লাহ আপনাকে আমার প্রতি অতি শীঘ্রই অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর সত্য কথা বলায় আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও আমি আল্লাহর নিকট শুভ পরিণতির আশা রাখি। আল্লাহর কসম! আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহর কসম! এ জিহাদে আপনার সাথে না গিয়ে পিছনে রয়ে যাওয়ার সময় আমি যতটা শক্তিমান ও অর্থশালী ছিলাম অতটা অন্য কোন সময় ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সে সত্য কথাই বলেছে। আচ্ছা উঠে যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ কোন ফায়সালা করা পর্যন্ত দেখা যাক। বনী সালিমের কয়েকজন লোক আমার পিছনে পিছনে এসে আমাকে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে তুমি কোন অপরাধ করেছ বলে আমরা জানি না। তুমি অন্যান্য লোকদের মত রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওযর পেশ করতে পারলে না? তোমার গুনাহর জন্য আল্লাহর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট হয়ে যেত। এরা আমাকে এত তিরস্কার করতে লাগল যে, আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার ইচ্ছা হল। তারপর আমি

www.BANGLAKITAB.com

তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত এরূপ ব্যাপার আর কারও ঘটেছে কি? তারা বলল, হাঁ, আরও দু'জনের ব্যাপারও তোমার মতই ঘটেছে। তুমি যা বলেছ, তারাও সেই রকমই বলেছে। আর তোমাকে যা বলা হয়েছে, তাদেরকেও তাই বলা হয়েছে। হযরত কা'ব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সে দু'জন কে কে? লোকেরা বলল, তারা হচ্ছে মুরারা ইব্ন রাবী'আ আমিরী ও হিলাল ইব্ন উমাইয়া ওয়াকিফী (রা)।

হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ লোকেরা আমাকে যে দু'জন লোকের নাম বলল, তারা ছিলেন খুবই সৎ ও আদর্শ পুরুষ এবং বদরের জিহাদে তাঁরা যোগদান করেছিলেন। হযরত কা'ব (রা) বলেন, লোকেরা উক্ত দু'জনের খবর দিলে আমি আমার পূর্বের নীতির ওপর অবিচল রইলাম। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্য থেকে আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করে দিলেন। কাজেই সব লোক আমাদের নিকট থেকে দূরে থাকতে লাগল। এমনকি আমার জন্য দুনিয়া একেবারে অপরিচিত হয়ে গেল। পরিচিত দেশ আমার জন্য অপরিচিত হয়ে গেল। এভাবে আমরা পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত থাকলাম। আমার দু'জন সাথী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং তারা ঘরে বসে বসে কাঁদতে লাগলেন। (কারণ তাঁরা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন,) আমি কিন্তু নওজোয়ান ও শক্তিশালী ছিলাম। তাই আমি বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে নামায পড়তাম এবং বাজারে চলাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্থানে বসলে আমি তাঁকে সালাম দিতাম এবং মনে মনে ভাবতাম দেখি তিনি সালামের জওয়াব দিতে ঠোঁট মুবারক নাড়েন কি না? তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়তাম এবং চুপে চুপে দেখতাম তিনি আমার দিকে তাকান কি না। আমি যখন নামাযে মশগুল হতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন। আবার আমি যখন নামাযে ফারেগ হতাম তখন তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে যখন মুসলিম সমাজের অসহযোগিতার দরুন আমার এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হল, তখন আমি (একদিন) আবু কাতাদার বাগানের দেওয়াল টপকে তাঁকে সালাম দিলাম। আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জওয়াব দিল না। অথচ সে ছিল আমার চাচাত ভাই ও প্রিয়তম বন্ধু। আমি তাঁকে বললাম, আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জান না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি ? সে চুপ রইল। আমি আবার তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে চুপ করে থাকল। আমি আবার চোখ ফেটে পানি বের হয়ে এলো। আমি দেওয়াল পার হয়ে ফিরে এলাম। এরপর আমি একদিন মদীনার বাজারে ঘুরছিলাম, এমন সময় মদীনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার জন্য আগত এক সিরিয়াবাসী কৃষক আমাকে খুঁজতে লাগলো। লোকেরা তাকে আমার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগলো। সে আমার কাছে এসে আমাকে গাস্সান বাদশাহের একখানা পত্র দিল। আমি লেখা পড়া জানতাম। সুতরাং আমি পত্রখানা পড়লাম। তাতে লেখা ছিল– 'আমরা জানতে পারলাম, তোমার সাথী (রাসূলুল্লাহ সা.) তোমার উপর যুলুম করেছে। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার স্থানে থাকবার জন্য সৃষ্টি করেননি। তুমি আমাদের সাথে মিলে যাও, আমরা তোমাকে সাহায্য করব। পত্রখানা পড়ে বললাম, এটাও আমার জন্য পরীক্ষা। আমি পত্রখানা চুলোয় পুড়িয়ে ফেললাম।"

www.BANGLAKITAB.com

এভাবে ৫০ দিনের ৪০ দিন চলে গেল। আর কোন অহী ও নাযিল হল না। হঠাৎ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দেব অথবা অন্য কিছু করব ? সংবাদদাতা বলল, না তুমি তার থেকে পৃথক থাকবে, তার নিকটে থাকবে না। (অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে মিলন করবে না।) আমার অন্য দু'জন সাথীকেও উক্তরূপ খবর দেয়া হয়েছে। আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের কাছেই থাক। হেলাল ইব্ন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হেলাল ইব্ন উমাইয়া খুবই বুড়ো মানুষ। তার কোন খাদেম নেই। আমি তার খেদমত করলে আপনি কি অপসন্দ করবেন? তিনি বললেন, "না, তবে সে যেন তোমার সাথে সহবাস না করে।" উমাইয়ার স্ত্রী বললেন, আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে তার কোন শক্তিই নেই। আল্লাহর কসম! এই দিন পর্যন্ত তার ব্যাপারে যা কিছু হচ্ছে তাতে সে সর্বদা কাঁদছে। (কা'ব বলেন) আমার পরিবারের কেউ আমাকে বলল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে তোমার স্ত্রীর (খেদমত নেয়ার) ব্যাপারে অনুমতি নিতে পারতে। তিনি তো হেলাল ইব্ন উমাইয়ার খেদ্‌মত করার জন্য তার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইব না। না জানি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি কি বলেন। আর আমি হচ্ছি একজন নওজোয়ান। এভাবে (আরও) ১০ দিন কাটালাম। আমাদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণার পর থেকে পূর্ণ ৫০ দিন গত হল। তারপর আমি আমার এক ঘরের ছাদে ৫০তম দিনের ভোরে ফজরের নামায আদায় করে, এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যে অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ কুরআনে আমাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমার মন ছোট হয়ে গেছে এবং পৃথিবী প্রশস্থ হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এ অবস্থায় বসে আছি, এমন সময় সাল্'আ পাহাড়ের ওপর থেকে একজন লোককে (আবু বকর সিদ্দীক) চীৎকার করতে শুনলাম। তিনি উচ্চস্বরে বলছিলেন, "হে কা'ব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি এ কথা শুনে আমি সিজ্‌দায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, মুক্তি এসেছে। মহান আল্লাহ যে আমাদের তাওবা কবুল করেছেন, এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযান্তে সমস্ত লোককে জানিয়ে দিলেন। এতে লোকেরা আমাদের সুখবর দিতে এলে। কতিপয় লোক আমার দু'জন সাথীকে সুখবর দিতে গেল। আর একজন লোক (যুবাইর ইব্ন আওয়াম) আমার দিকে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এল। আসলাম গোত্রের একজন (হামযা ইব্ন উমর আল আসলামী) দৌড়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠল। ঘোড়ার চেয়ে আওয়ায ছিল বেশী দ্রুতগামী। যে আমাকে সুখবর দিচ্ছিল তার আওয়াজ আমি যখন শুনতে পেলাম, তখন আমি তার সুখবর দেয়ার জন্য (আনন্দের আতিশয্যে) নিজের কাপড় দু'খানা খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! সেদিন ঐ দু'খানা কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় আমার ছিল না। আমি অপর দু'খানা কাপড় ধার করে নিলাম এবং তা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমার সাথে দেখা করে আমার তাওবা কবুলের জন্য আমাকে

www.BANGLAKITAB.com

অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে লাগল। তারা আমাকে বলতে লাগল ঃ মহান আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করায় তোমার প্রতি অভিনন্দন। অবশেষে আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেছিলেন, আর লোকেরা তাঁর চারপাশে ছিল। তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) দ্রুতবেগে উঠে এসে সাদরে আমার সাথে মোসাফাহা করে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আল্লাহর কসম! তাল্‌হা ছাড়া আর কোন মুহাজির উঠেননি। (বর্ণনাকারী বলেন) এ জন্য কা'ব (রা) তাল্‌হার (রা) এই ব্যবহার ভুলেননি। কা'ব (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিলাম, তখন তাঁর চেহারা মুবারক আনন্দে জ্যোতির্ময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্মদিন থেকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।" আমি বললাম, এ খবর কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন, "না বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।" আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আনন্দিত হতেন। তাঁর মুবারক চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত এবং মনে হত যেন এক টুক্‌রা চাঁদ। আমরা তা বুঝতে পারতাম। তারপর আমি যখন তাঁর সামনে বসলাম, তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তাওবা কবুল হওয়ায় আমার ধন-সম্পদ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা করে দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, " কতক মাল রেখে দাও, সেটাই তোমার পক্ষে ভাল।" আমি বললাম, আচ্ছা তাহলে আমার খায়বারের মালের অংশটা রেখে দিলাম। আমি আরও বললাম ঃ মহান আল্লাহ আমাকে সত্য কথা বলার জন্য মুক্তি দিয়েছেন। কাজেই আমার তাওবার এটাও দাবী যে, আমি বাকী জীবনে সত্য কথাই বলে যাব। আল্লাহর কসম! আমি যখন এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বলেছিলাম তখন থেকে সত্যের ব্যাপারে মহান আল্লাহ অন্য কোন মুসলিমকে আমার মত এমন উত্তম পরীক্ষা করেছেন বলে আমি জানি না। আল্লাহর কসম! ঐ সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোন মিথ্যা বলার ইচ্ছা করিনি। বাকী জীবনেও আল্লাহ আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন বলে আশা রাখি। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করেছেন ------ তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান ও সদয়। আর সেই তিনজনের তাওবা ও কবুল করেছেন যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছি ------। আল্লাহকে ভয় করে চল এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকা।"(সূরা তাওবা ঃ ১১৭ -১১৯)

হযরত কা'বা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! যখন থেকে আল্লাহ আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন তখন থেকে এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সত্য কথা বলাই আমার জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আমি যেন মিথ্যা বলে ধ্বংস না হই, যেমন করে অন্যান্য মিথ্যাবাদীরা মিথ্যা বলে ধ্বংস হয়েছে। মহান আল্লাহ অহী নাযিল হওয়ার যুগে মিথ্যাবাদীদের সবচেয়ে বেশী নিন্দা করেছেন। সূরা তাওবায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা যখন তাদের নিকট ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম করে ওযর পেশ করবে, যাতে করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না কর। যাক,

www.BANGLAKITAB.com

তাদেরকে ছেড়েই দাও। তারা অপবিত্র, আর তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। এটা হচ্ছে তদের কৃতকর্মের ফল। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট কসম করে মিথ্যা ওযর পেশ করবে। তোমরা তাতে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ কিছুতেই এরূপ ফাসিক লোকদের প্রতি সন্তষ্ট হন না। (সুরা তাওবা ঃ ৯৫-৯৬)

হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ যারা রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কসম করে মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল, তিনি তাদের ওযর কবুল করে তাদের বায়'আত নিয়েছিলেন এবং তাদের গুনাহ্ ক্ষমার দো'আও করেছিলেন। আর আমাদের তিনজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এ ব্যাপারে মীমাংসা করে দিলেন। আল্লাহ যে বলেছেন ঃ "আর যে তিনজন পিছনে রয়ে গিয়েছিল" তার অর্থ জিহাদ থেকে আমাদের পিছনে থাকা নয়। বরং তার অর্থ আমাদের ব্যাপারটা ঐসব লোকের পরে রাখা হয়েছিল যারা মিথ্যা ওযর পেশ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কবুল করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢- وَعَنْ أَبِي نُجَيْدٍ "عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اَلْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَاعَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ : أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا فَفَعَلَ ، فَأَمَرَبِهَا نَبِيُّ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَبِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَه عُمَرُ : تُصَلِّيْ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدتَّ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ"-

২২. হযরত ইমরান ইব্ন হুসাইন আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। জোহায়ানা গেত্রের একজন মহিলা যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আমি যিনার অপরাধ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে বলে দিলেন ঃ "এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে এ সন্তান প্রসব করলে আমার নিকট নিয়ে আসবে।" এ লোকটি তাই করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যিনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তারপর তার শরীরের কাপড় ভাল করে বেঁধে দেয়া হল এবং হুকুম অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার নামায পড়লেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো যিনা করেছে। তবুও আপনি এর জানাযার নামায পড়ছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "সে এমন তাওবা করেছে যে, তা ৭০জন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহর জন্য স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দেয় তার এরূপ তাওবার চেয়ে ভাল কোনো কাজ তোমার কাছে আছে কি?"(মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٢٣- وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَّمْلأَفَاهُ إِلاَّ التُّرَابَ ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি কোন মানুষের এক উপত্যকা ভরা সোনা থাকে, তবে সে তার দু'টি উপত্যকা (ভর্তি সোনা) হওয়ার আকাংক্ষা করে। তার মুখ মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরে না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أن رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَضْحَكُ اللّٰهُ سُبْحَانَه وَتَعَالٰى إِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ : يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৪. হযরত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ এমন দু'জন লেকের প্রতি হাসবেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়ই জান্নাতে যাবে। একজন আল্লাহর রাস্তায় লাড়াই করে শহীদ হবে। তারপর আল্লাহ হত্যাকারীর তাওবা কবূল করবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে (জিহাদে) শহীদ হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الصَّبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধৈর্য

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا (سورة ال عمران : ٢٠٠)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর কর এবং সবরের প্রতিযোগিতা কর।"(সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ - (سورة البقرة : ١٠٠)

"আর আমি অবশ্যই তোমাদের ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করব। আর তোমাদের জান, মাল ও শষ্যের ক্ষতি সাধন করেও পরীক্ষা করব। আর ধৈর্যশীলদেরকে সুখবর দাও।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৫)

www.BANGLAKITAB.com

"إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ"-(سورة الزمر : ١٠)

"ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত পুরস্কার পূর্ণভাবে দেয়া হবে।"(সূরা যুমার ঃ ১০)

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ - (الشورى : ٤٣)

"যে ব্যক্তিই ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, সেটা তার দৃঢ় মনোভাবেরই পরিচায়ক।"(সূরা শুরা ঃ ৪৩)

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّٰبِرِينَ"-(البقرة : ١٠٣)

"ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"(সূরা বাকারা ঃ ১৫৩)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّٰبِرِينَ"-(محمد : ٣١)

"আমি তোমাদের পরীক্ষা করব, যাতে করে তোমাদের মধ্যবার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি।"(সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১)

٢٥- وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُشَطْرُ الْإِيْمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلأُ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৫. হযরত হযরত আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আর 'আলহামদুলিল্লাহ' (আমল পরিমাপের) পাল্লা পরিপূর্ণ করে দেয়। 'আল-হামদুল্লিাহ' একত্রে অথবা একাকী আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের সব কিছুকে পরিপূর্ণ করে দেয়। নামায হচ্ছে নূর আলোক এবং সাদাকা (ঈমানের) প্রমাণ। সবর বা ধৈর্য হচ্ছে আলো এবং কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে একটি দলিল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি করে দেয়, তারপর সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে। (মুসলিম)

٢٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعْدِبْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَاعِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ مَا يَكُنْ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ

www.BANGLAKITAB.com

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৬. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সাহায্য চাইল। তিনি তাদেরকে দান করলেন। আবার তারা চাইল। তিনি আবার দান করলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা কিছু ছিল তা সবই শেষ হয়ে গেল। তাঁর হাতের সব কিছু দান করার পর তিনি তাদেরকে বললেন ঃ "যা মাল আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি কারও মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু কাউকে দেয়া হয়নি" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٧- وَعَنْ أَبِي يَحْيٰى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

২৭. হযরত আবূ ইয়াহইয়া সুহায়েব ইব্‌ন সিনান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মু'মিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারে এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে, তাতে তার মংগল হয়। আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" (মুসলিম)

٢٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ ! فَقَالَ لَيْسَ عَلٰى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ " فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلٰى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ التُّرَابَ ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

২৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুব বেশী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন তখন রোগ যাতনা তাঁকে অজ্ঞান করতে লাগল। এতে হযরত ফাতিমা (রা) বললেন ঃ আহ, আমার আব্বার কি কষ্ট হচ্ছে! রাসূলুল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আজকের দিনের পরে তোমার আব্বার আর কষ্ট হবে না। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন হযরত ফাতিমা (রা) বললেন ঃ "হায়, আব্বা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন ! হে আব্বা! জান্নাতুল ফেরদৌস আপনার বাসস্থান ! হায়! জিব্রিলকে আপনার ইন্তিকালের খবর দিচ্ছি। তাঁর দাফন শেষ হলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মাটি নিক্ষেপ করতে তোমাদের মন চাইল"? (বুখারী)

٢٩- وَعَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحِبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ إِبْنِيْ قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ فَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُبْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِيُّ فَأَقْعَدَهُ فِيْ حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ : هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ : فِيْ قُلُوْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯. রাসূলুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসার পুত্র উসামা (রা) বলেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কন্যা তাঁর ছেলের মৃত্যুর সময় এসেছে বলে খবর পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেখানে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর বাহকের নিকট তাকে সালাম দিয়ে বললেন ঃ "আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই। আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই তোমার ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা করা উচিত।" এতে তিনি (কন্যা) তাঁকে কসম দিয়ে তার নিকট আসতে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইব্ন উবাদা, মু'আয ইব্ন জাবাল, উবাই ইবন কা'ব যায়িদ ইবন সাবিত ও আরও কয়েকজন সহ উঠে গেলেন। তারপর বাচ্চাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দেয়া হল। তিনি তাকে নিজের কোলে বসালেন। এ সময় বাচ্চার প্রাণ অস্থির হয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগল। এতে হযরত সা'দ (রা) জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি? তিনি বললেন ঃ "এটা রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে দিয়েছেন। অন্য একটি বর্ণনায় আছে ঃ "এটা রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে দিয়েছেন।" অন্য একটি বর্ণনায় আছে ঃ" আল্লাহ তাঁর যে বান্দার হৃদয়ে চান (উক্ত রহমত দেন) আর আল্লাহ তাঁর দয়ালু বান্দাদেরকে রহমত দান করেন।"(বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٣٠- وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّى قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلَامًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ ، وَكَانَ فِىْ طَرِيْقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى الرَّاهِبُ فَقَالَ : إِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِىْ أَهْلِىْ وَإِذَا خَشِيْتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِىَ السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ إِذَا أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ ، فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هٰذَا الدَّابَّةَ حَتّٰى يَمْضِىَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبَ : أَىْ بُنَىَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلَ مِنِّىْ قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرٰى ! وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنِ ابْتُلِيْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَىَّ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِىُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيْسُ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِىَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرَةٍ فَقَالَ مَا هٰهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِىْ فَقَالَ إِنِّىْ لَا أَشْفِىْ أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِى اللّٰهُ تَعَالَى فَإِنْ اٰمَنْتَ بِاللّٰهِ دَعَوْتُ اللّٰهَ فَشَفَاكَ فَاٰمَنَ بِاللّٰهِ فَشَفَاهُ اللّٰهُ فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ رَبِّىْ قَالَ : أَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِىْ؟ قَالَ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِىَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : اَىْ بُنَىَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِىُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ! فَقَالَ : إِنِّى لَا أَشْفِىْ أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِىْ اللّٰهُ تَعَالَى فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِىَ بِالرَّاهِبِ فَقِيْلَ لَهُ إِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِىْ مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِىَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهُ إِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ

www.BANGLAKITAB.com

فَأَبَى فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِيْ مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيْلَ لَهُ إِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَأَبى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوْا إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوْا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِن رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلاَّ فَاطْرَحُوْهُ فَذَهَبُوْبِهِ فَصَعِدُوابِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوْا وَجَاءَ يَمْشِيْ إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فُعِلَ بِأَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إِذْهَبُوْا بِهِ فَاحْمِلُوْهُ قُرْقُوْرٍ وَتَوَسَّطُوْابِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوْهُ فَذَهَبُوْا بِهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوْا وَجَاءَ يَمْشِيْ إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فُعِلَ بِأَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ : كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالَى فَقَالَ لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِيْ حَتّى تَفْعَلَ مَا أَمُرُكَ بِهِ : قَالَ "مَا هُوَ؟ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِيْ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِيْ ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِيْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِيْ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِيْ فَجَمَعَ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلٰى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِيْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِيْ صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيْ صُدْغِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ : اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيْلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ : قَدْ اٰمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ فَأُمِرَ بِالْأُخْدُوْدِ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأُضْرِمَ فِيْهَا النِّيْرَانُ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَأَقْحِمُوْهُ فِيْهَا أَوْ قِيْلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوْا حَتّى جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيْهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ : يَا أُمَّهُ اصْبِرِيْ فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩০. হযরত সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক বাদশাহ্ ছিল। আর তার ছিল একজন

www.BANGLAKITAB.com

যাদুকর। সে যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন বাদশাহ্‌কে বলল ঃ আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, কাজেই একটি বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে যাদু শিক্ষা দেব। বাদশাহ্ একটি বালককে যাদু শিক্ষা দেয়ার জন্য তার কাছে পাঠালো। তার যাতায়াতের রাস্তায় ছিল এক খ্রিস্টান দরবেশ। সে তাঁর কাছে বসে তাঁর কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হল। এভাবে সে যাদুকরের কাছে আসার সময় পথে দরবেশের কাছে বসতে লাগল। যাদুকরের কাছে গেলে সে তাকে মারপিট করল। এতে সে দরবেশের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করল। সে বলল, যখন তোমার যাদুকরের জিজ্ঞাসাবাদের ভয় হবে তখন তাকে বলবে ঃ আমার পরিবারবর্গ আমাকে আটকে রেখেছিল। আর যখন তোমার পরিবারবর্গের ভয় হবে তখন তদেরকে বলবে ঃ যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল। এমতাবস্থায় একদিন একটা বিরাট বন্য প্রাণী এসে লোকদের পথ আটকে দিল। বালকটি তখন (মনে মনে) বলল ঃ "আজ আমি জেনে নেব যে, দরবেশ শ্রেষ্ঠ না যাদুকর শ্রেষ্ঠ ? তাই সে একটি পাথর খন্ড নিয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ! দরবেশের কাজ যাদুকরের কাজ থেকে তোমার নিকট যদি বেশী পসন্দনীয় হয়, তবে এই প্রাণীটাকে মেরে ফেল, যাতে করে লোকেরা পথ চলতে পারে। তারপর সে উক্ত পাথরখন্ড নিক্ষেপ করল এবং তাতে প্রাণীটা মারা গেল। আর লোকেরা চলে গেল। তারপর সে দরবেশের কাছে এসে তাঁকে এ খবর জানাল। দরবেশ তাঁকে বললঃ হে আমার প্রিয় ছেলে! আজ তুমি আমার চেয়ে উত্তম। তোমার ব্যাপারটা এখন আমার মতে, একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তুমি শীঘ্রই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি পরীক্ষায় পড়ে যাও, তবে আমার সন্ধান দেবে না। বালকটি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দিত এবং মানুষের সব রকম রোগের চিকিৎসা করত। বাদশাহের পারিষদবর্গের একজন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এ খবর শুনে বালকটির কাছে অনেক হাদীয়া নিয়ে এসে বলল, তুমি আমাকে আরোগ্য দান করবে, এই জন্যই আমি তোমার জন্য এখানে এত হাদিয়া পেশ করছি। বালকটি বলল ঃ আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। মহান আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আন তবে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করব তাতে তোমাকে তিনি আরোগ্য দান করবেন। সে তখন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। মহান আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে বাদশাহের নিকট পূর্ববৎ বসে গেল। বাদশাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করল, কে তোমাকে তোমার চোখ ফিরিয়ে দিল? সে উত্তর দিল আমার রব বা প্রতিপালক। বাদশাহ্ বলল ঃ আমি ছাড়াও তোমার প্রতিপালক আছে ? সে বলল ঃ আল্লাহই তোমার এবং আমার প্রতিপালক। এতে বাদশাহ্ তাকে ধরে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে বালকটির কথা বলে দিল। তখন বালকটিকে আনা হল। বাদশাহ্ তাকে বলল, হে প্রিয় ছেলে! তোমার যাদুবিদ্যার খবর পৌঁছেছে যে, তুমি নাকি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করে থাক এবং এটা-সেটা আরও কত কি করে থাক। বালকটি বলল ঃ আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। আরোগ্য তো মহান আল্লাহই দান করেন। বাদশাহ্ তাকে ধরে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে খ্রিস্টান দারবেশের কথা বলে দিল। তখন দরবেশকে আনা হল এবং তাকে তার দীন থেকে ফিরে আসতে বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন বাদশাহ্ করাত আনতে

www.BANGLAKITAB.com

বলল। তারপর করাতটি তার মাথার মাঝখানে রাখা হল এবং করাতটি তাকে চিরে ফেলল। এমনকি দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। তারপর বাদশাহের সেই পারিষদকে আনা হল। তাকেও তার দীন থেকে ফিরে আসার জন্য বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করায় তার মাথার মাঝখানে করাত দিয়ে চিরে ফেলল। এমনকি দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে আনা হল। তাকেও তার দীন থেকে ফিরে আসতে বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন তাকে বাদশাহ্ তার কতিপয় সংগীর নিকট দিয়ে বললঃ তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে উঠাও। যখন পাহাড়ের উচ্চ শিখরে তাঁকে নিয়ে পৌঁছবে তখন যদি সে তার দীন থেকে ফিরে আসে, তবে তো ঠিক। নতুবা তাকে সেখান থেকে ফেলে দাও। তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠল। সে বলল ঃ হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও এদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দান কর। তখন পাহাড়টি কেঁপে উঠল। এতে তারা পড়ে গেল। আর সে বাদশাহের কাছে চলে এল। বাদশাহ্ তাঁকে বলল ঃ তোমার সংগীদের কি হলো ? সে বলল, তাদের ব্যাপারে আমার জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট। তখন বাদশাহ্ তাকে তার কতিপয় সংগীদের কাছে দিয়ে বললঃ তাঁকে তোমরা একটি ছোট্ট নৌকায় উঠিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। তারপর সে যদি তাঁর দীন থেকে ফিরে না আসে, তবে তাঁকে সেখানে ফেলে দাও। তারা তাঁকে নিয়ে চলল। ছেলেটি বলল, হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। এতে নৌকা তাদেরকে নিয়ে ডুবে গেল এবং তারা সবাই ডুবে মরল। আর ছেলেটি বাদশাহের কাছে চলে এল। বাদশাহ্ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সংগীদের কি হলো? সে বললঃ মহান আল্লাহই আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট হয়েছেন। তারপর সে বাদশাহ্কে বলতে লাগল, তুমি আমার হুকুম অনুযায়ী কাজ করলেই আমাকে হত্যা করতে পারবে। বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, সেটা কি কাজ ? সে বলল একটি মাঠে লোকদেরকে একত্রিত কর। তারপর আমাকে শূলের উপর উঠাও এবং আমার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মাঝখানে রেখে বল, 'বিস্‌মিল্লাহে রাব্বিল গোলাম' (বালকটির প্রতিপালক সেই আল্লাহর নামে তীর মারছি।) এই বলে তীর মার। এরূপ করলে তুমি আমাকে মারতে পারবে। বাদশাহ্ তখন একমাঠে লোকদেরকে একত্রিত করে শূলের উপর উঠিয়ে তাঁর তীর দানি থেকে একটি তীর ধনুকের মাঝখানে রেখে বলল, 'বিসমিল্লাহে রাব্বিল গোলাম' এবং তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি বালকটির কানের কাছে মাথায় লাগল এবং সেখানে তাঁর হাত রাখল। তারপর সে মারা গেল। এতে লোকেরা বলতে লাগল, আমরা বালকটির প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। এ খবর বাদশাহের নিকট গেলে তাকে বলা হল, যে আশংকা তোমার ছিল তাই তো হয়ে গেল যে, সব লোকেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। বাদশাহ্ তখন রাস্তার পার্শ্বে গর্ত করার হুকুম দিল। তারপর গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালান হল। বাদশাহ্ ঘোষণা দিল, যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে আসবে না তাকে তোমরা এতে ফেলে দেবে। যারা তাদের দীন থেকে ফিরে এল না তাদেরকে আগুনে ফেলে দেয়া হল। অবশেষে একজন মহিলা তার শিশুসহ এল। সে আগুনের মধ্যে যেতে সংকোচ করায় শিশুটি বলল, "হে আম্মা! আপনি সবর করুন (আগুনের মধ্যে যেতে সংকোচ করবেন না)। কারণ আপনি তো সত্যের উপর আছেন। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٣١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى إِمْرَأَةٍ تَبْكِيْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ "اِتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ" فَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّيْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِيْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا إِنَّه النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ : لَمْ اَعْرِفْكَ ! فَقَالَ : اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সবর কর।" সে বলল, আপনি আমাকে কিছু না বলে নিজের কাজ করুন। কারণ আপনি আমার মত মুসিবতে পড়েননি। সে তাঁকে আসলে চিনতে পারেনি। তখন তাকে বলা হল, ইনি হচ্ছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীর দরজার সামনে এল এবং সেখানে কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। সে বলল, "আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।" তিনি বললেন ঃ "সবর তো প্রথম আঘাতের সময়ই হয়ে থাকে।"(বুখারী ও মুসলিম)

٣٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى مَالِعَبْدِيْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া আর কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি দুনিয়া থেকে তার প্রিয়জনকে নিয়ে যাই আর এ সময় সে সবর করে।"(বুখারী)

٣٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ؟ فَأَخْبَرَهَا أَنَّه كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُوْنِ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّه لاَيُصِيْبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيْدِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্লেগ রোগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ "এটা ছিল আল্লাহর একটা আযাব। মহান আল্লাহ যাকে চান তার ওপর একে পাঠান। কিন্তু তিনি মু'মিনের জন্য রহমত

www.BANGLAKITAB.com

বানিয়ে দিয়েছেন। যে কোন মু'মিন বান্দা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলে যদি সে তার এলাকায় সবর সহকারে সাওয়াবের নিয়্যতে এ কথা জেনে বুঝে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতেই সে ভুগবে, তবে সে শহীদের সাওয়াবই পাবে।"(বুখারী)

٣٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি যখন আমার বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি (তার দু'টি চোখের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দেই) আর সে তাতে সবর করে, তখন আমি তাকে তার বদলে জান্নাত দান করি। (বুখারী)

٣٥- وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَلاَ أُرِيْكَ إِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ تَعَالَى لِيْ قَالَ : إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافِيَكِ " فَقَالَتْ أَصْبِرُ . فَقَالَتْ : إِنِّي تَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ . فَدَعَا لَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৫. হযরত আতা ইব্ন আবু রিবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, 'তোমাকে আমি একজন জান্নাতী মহিলা দেখিয়ে দিব না কি ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এই কাল মহিলাটি (ইংগিত করে দেখালেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি মৃগী রোগে ভুগছি এবং তাতে আমার শরীর উলংগ হয়ে যায়। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন ঃ "যদি তুমি চাও সবর করতে পার। তাতে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর যদি চাও তো আমি তোমার আরোগ্যের জন্য দু'আ করে দেই।" সে বলল, আমি সবর করব, কিন্তু আমার শরীর যে উলংগ হয়ে যায়, সেজন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, যাতে উলংগ না হয়। তিনি তার জন্য দু'আ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنَ أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে দেখছিলাম। তিনি নবীগণের মধ্য থেকে কোন এক নবীর কাহিনী বলছিলেন যে, তাঁর জাতি তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল আর তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَحَزَنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৭. হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুসলিম বান্দার যে কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমন কি কোন কাঁটা ফুটলেও তার কারণে মহান আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٨- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ : إِنِّى أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قُلْتُ : ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ : أَجَلْ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৮. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম। সে সময় তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি তাঁকে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো ভীষণ জ্বরে ভুগছেন। তিনি বললেন ঃ "হাঁ, তোমাদের মতো দু'জনের সমান জ্বরে ভুগছি।" আমি বললাম, কারণ, আপনার জন্য কি দ্বিগুণ সাওয়াব সেজন্য? তিনি বললেন ঃ হাঁ, ঠিক তাই। যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা, তা কাঁটা কিংবা অন্য কোন বেশী কষ্টদায়ক কিছু হোক না কেন, মুসলিম বান্দা কষ্ট পেলে মহান আল্লাহ অবশ্যই সে কারণে তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন। আর তার ছোট গুনাহগুলো গাছের পাতার মত ঝড়ে পড়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصَبْ مِنْهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন।"(বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

٤٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের কারো কোনো বিপদ বা কষ্ট হলে সে যেন মৃত্যুর কামনা না করে। যদি কেউ এরূপ করতেই চায়, তবে যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর । আর যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দাও"। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَّهُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا : أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُوْلَنَا؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُلَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ! وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَايَخَافُ إِلاَّ اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪১. হযরত আবু আবদুল্লাহ খাব্বার ইব্ন আর্‌ত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মক্কার কাফিরদের বিরোধিতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তিনি তখন চাদর মাথার নিচে রেখে কা'বা শরীফের ছায়ায় শুয়েছিলেন। আমরা বললাম, 'আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চান না? আর আমাদের জন্য দু'আও করেন না? তিনি বললেন ঃ "তোমাদের আগের যামানায় মানুষকে ধরে নিয়ে মাটিতে গর্ত করে তাতে দাঁড় করানো হত। তারপর করাত এনে তার মাথার উপর রাখা হত এবং তাকে দু'টুক্‌রো করে দেয়া হত। কাউকে লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের গোশ্‌ত ও হাড় আঁড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হত। তবুও কোন কিছু তাকে তার দীন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আল্লাহর কসম! এ দীনকে পূর্ণভাবে তিনি কায়েম করেই দেবেন। এমনকি সে সময় একজন সাওয়ার সান্‌য়া থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত চলে যাবে, কিন্তু আল্লাহ আর নিজের মেষপালের জন্য নেকড়ে ছাড়া আর কিছুর ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।"(বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

٤٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا فِى الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذٰلِكَ وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَاٰثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ قِسْمَةٌ مَاعُدِلَ فِيْهَا وَمَا أُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَقُلْتُ : وَاللّٰهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ : فَمَنْ يَّعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ؟ ثُمَّ قَالَ ، يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ أُوْذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ فَقُلْتُ لَاجَرَمَ أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيْثًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু লোককে গনীমতের মালের অংশ বেশী দিয়েছিলেন। তিনি আকরা ইব্‌ন হাবেসকে ১০০ উট এবং উয়ায়না ইব্‌ন হেস্‌নকে উক্ত সংখ্যক (১০০) উট দান করেছিলেন। আর আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে বেশী দিয়েছিলেন। তখন একজন লোক বলে উঠল, আল্লাহর কসম! এই বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষের নিয়্যতে করা হয়নি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি এ খবর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবশ্যই দিব। কাজেই আমি তাঁর নিকট এসে উক্ত ব্যক্তির মন্তব্য জানালাম। তাতে তাঁর পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন ইনসাফ করে না, তখন আর কে ইনসাফ করবে ? তারপর বললেন ঃ "আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি রহম করুন। তাঁকে তো এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। তিনি সবর করেছেন। আমি মনে মনে বললাম, এরপর আমি আর তাঁর নিকট এরূপ কোন কথা পৌছাব না। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا ، وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৪৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতে তার জন্য তাড়াতাড়ি বিপদ-আপদ নাযিল করে দেন। আর তিনি যখন তাঁর বান্দার

www.BANGLAKITAB.com

প্রতি অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে গোনাহের মধ্যে ছেড়ে দেন। অবশেষে কিয়ামতের দিনে তাকে ধরবেন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেনঃ "কষ্ট বেশী হলে সাওয়াবও বেশী হয়। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেন। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী)

٤٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ابْنٌ لِأَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَشْتَكِيْ فَخَرَجَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِيْ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ الصَّبِيِّ : هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ لَهُ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ : وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَعرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا " فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَ لِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ : احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَبَعَثَ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكَه وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْاٰنَ (يَعْنِيْ مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَوْلُوْدِ)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَاتَ ابْنٌ لِأَبِيْ طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا : لَاتُحَدِّثُوْا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا أُحَدِّثُهُ فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ :يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوْا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوْا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوْهُمْ؟ قَالَ لَا فَقَالَتْ فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ : تَرَكْتَنِيْ حَتَّى إِذَا تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتَنِيْ بِابْنِيْ! فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْ لَيْلَتِكُمَا " قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ

www.BANGLAKITAB.com

وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَهِىَ مَعَهُ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِيْنَةَ مِنْ سَفَرٍ لاَيَطْرُقُهَا طُرُوْقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُوْ طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ أَبُوْ طَلْحَةَ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّه يُعْجِبُنِىْ أَنْ أَخْرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخَلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرَى تَقُوْلُ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِىْ كُنْتُ أَجِدُ ، انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِيْنَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ لِىْ أُمِّىْ يَا أَنَسُ لاَ يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوْبِهِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ

৪৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত আবু তালহা (রা)-এর এক ছেলে রোগাক্রান্ত হয়েছিল। হযরত আবূ তাল্‌হা (রা) বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। সে সময় ছেলেটি মারা গেল। হযরত আবু তাল্‌হা (রা) ফিরে এসে ছেলের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। ছেলের আম্মা উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, "পূর্বের চেয়ে সে ভাল।" তারপর তিনি আবু তালহাকে রাতের খানা দিলেন। আবু তালহা (রা) খানা খেলেন। তারপর স্ত্রী মিলন করলেন। এ কাজ শেষে উম্মে সুলাইম বললেন, ছেলেকে দাফন করে দিন। (সে মারা গেছে) আবু তাল্‌হা (রা) সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ খবর দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আজ রাতে স্ত্রী মিলন করেছ?" আবু তাল্‌হা (রা) বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্! তাদের দু'জনকে তুমি বরকত দাও। তারপর উম্মে সুলাইমের একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করল।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আনসারদের একজন লোক বললেন, (অর্থাৎ আবু তালহার পুত্র) উয়ায়না (রা) বলেন ঃ হযরত আবু তালহা (রা) আমাকে এ বাচ্চা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যেতে বলল এবং তার সাথে কিছু খেজুরও পাঠিয়ে দিল। তিনি বললেনঃ "তোমাদের সাথে কোন কিছু আছে কি?" তিনি বললেন, হাঁ কিছু খেজুর আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খেজুর নিয়ে চিবালেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন। আর তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ।' (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্‌ন উয়ায়না (রা) বলেন ঃ আনসারদের একজন লোক বললেন, (আবু তাল্‌হার পুত্র) আবদুল্লাহর নয়টি সন্তান দেখেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই কুরআন পড়েছে। মুসলিমের এক বর্ণনায় এরূপ আছে ঃ আবু তাল্‌হার ছেলে ইন্তিকাল করলে তার মাতা উম্মে সুলাইম (রা) বাড়ীর লোকদেরকে বললেন, তারা যেন আবূ তাল্‌হাকে ছেলে সম্পর্কে কিছু

www.BANGLAKITAB.com

না বলে। তিনি নিজেই তাঁকে যা বলার বলবেন। হযরত আবু তাল্‌হা (রা) বাড়ীতে এলে উম্মে সুলাইম তাঁকে রাতের খানা দিলেন। তিনি খাওয়া দাওয়া করলেন। তারপর উম্মে সুলাইম নিজেকে স্বামীর জন্য পূর্বের চেয়ে বেশী সুন্দর করে সাজালেন। আবু তাল্‌হা (রা) তাঁর সাথে মিলন করলেন। উম্মে সুলাইম (রা) যখন দেখলেন, হযরত আবূ তালহা তৃপ্তি লাভ করেছেন এবং তাঁর প্রয়োজন মিটে গেছে, তখন তাকে বললেন, আবু তাল্‌হা! দেখুন যদি কোন কাওম কোন পরিবারকে কিছু ধার দেয়, তারপর সেই ধার ফেরত চায় তবে কি সেই পরিবার তাদের ধার ফেরত না দেয়ার অধিকার রাখে ? আবু তাল্‌হা (রা) বললেন, না। উম্মে সূলাইম (রা) বললেন, তাহলে আপনার ছেলের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সাওয়াব প্রার্থনা করুন। আবু তালহা (রা) এ কথা শুনে রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তুমি আগে কিছু বললে না, এমনকি আমি মিলনের কাজও করে ফেললাম। আর তারপরে আমার ছেলে সম্পর্কে খবর দিলে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে সব খবর বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন, "আল্লাহ তোমাদের দু'জনের রাতে বরকত দিন। তারপর উম্মে সুলাইম (রা) গর্ভবতী হলেন। কোন এক সফরে তিনি (আবু তাল্‌হাসহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে মদীনায় সাধারণত রাতে ফিরে আসতেন না। যা হোক, তাঁরা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন উম্মে সুলাইমের প্রসব বেদনা শুরু হল। এজন্য আবু তাল্‌হা (রা) তাঁর নিকট রয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আবু তাল্‌হা (রা) বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যখন যান এবং কোথাও থেকে ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে সাথে থাকতে আমার ভাল লাগে। আর এখন তো আমি এখানে যে কারণে আটকে পড়লাম তা তুমি দেখছ। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) বলতে লাগলেন, 'হে আবু তাল্‌হা! আমি যে বেদনা অনুভব করছিলাম, এখন আর তা বোধ করছি না, চলুন যাই। আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। মদীনায় আসার পর তার প্রসব বেদনা শুরু হল এবং একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমার আম্মা আমাকে বললেন ঃ এ বাচ্চাকে সকালে দুধ পান করাবার আগে তুমি একে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাও। সকাল বেলা আমি বাচ্চা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম। এভাবে তিনি হাদীসটির বাকী অংশ বর্ণনা করছেন।

٤٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি অন্যকে ধরে আছাড় দেয় সে শক্তিশালী নয়, বরং শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখ।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٤٦- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ وَأَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَايَجِدُ ، لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ذَهَبَ عَنْهُ مَايَجِدُ ،فَقَالُوْا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬. হযরত সুলাইমান ইবন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসেছিলাম। এ সময় দু'জন লোক পরস্পর ঝগড়া ও গালমন্দ করছিল। একজনের চেহারা তো রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি এমন একটি কথা জানি যা বললে তার এই অবস্থা দূর হয়ে যাবে। সে যদি 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' –"আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি" বলে তবে তার এ ক্রোধের ভাব চলে যাবে। সাহাবীগণ তাকে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত "আউযুবিল্লাহ .....' বলে তোমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٤٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُّنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَاشَاءَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৪৭. হযরত মু'আয ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমিয়ে রাখে তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সব মানুষের ওপর মর্যাদা দিয়ে ডাকবেন। এমনকি তাকে তার ইচ্ছামত বড় বড় চোখ বিশিষ্ট সুন্দরী মেয়েদের (হূর) মধ্য থেকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিবেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

٣٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِيْ قَالَ لَاتَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ "لَاتَغْضَبْ" - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, "আমাকে উপদেশ দিন।" তিনি বললেন ঃ "রাগ করো না"। সে ব্যক্তি বারবার উক্ত কথা বলতে লাগল, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে লাগলেন,

www.BANGLAKITAB.com

٤٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মু'মিন নর-নারীর জান, মাল ও সন্তানের উপর বিপদ আপদ আসতেই থাকে। অবশেষে আল্লাহ্‌র সাথে সে সাক্ষাত করে এমন অবস্থায় যে, তার আর কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।" (তিরমিযী)

٥٠- عَنْ أَبِيْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيْهِ الْحُرِّبْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيْهِ : يَا ابْنَ أَخِيْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْأَمِيْرِ فَاسْتَأْذِنْ لِيْ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ! فَوَاللّٰهِ تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ ، وَلَا تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى هَمَّ أَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ" وَإِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫০। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন্‌ (রা) মদীনায় তাঁর ভাতিজা হুর ইব্‌ন কায়েসের নিকট এসে মেহমান হলেন। হযরত উমর (রা) যাদেরকে নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন, হুর ইব্‌ন কায়েস (রা) তাঁদেরই একজন ছিলেন। আর হযরত উমর (রা)-এর পারিষদবর্গ ও তাঁর পরামর্শ সভার সদস্যবৃন্দ তাঁরা যুবক হোন বা বৃদ্ধ সবাই ছিলেন কুরআন বিশারদ। উয়ায়না তাঁর ভাতিজাকে বললেন, 'হে ভাতিজা! আমীরুল মু'মিনীনের কাছে যাওয়ার তোমার সুযোগ সুবিধা আছে। কাজেই তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমার জন্য অনুমতি চাও। তিনি অনুমতি চাইলেন এবং হযরত উমর (রা) অনুমতি দিলেন। তিনি তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে ইব্‌ন খাত্তাব! আল্লাহর কসম! আপনি আমাদের বেশী-বেশী দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে হুকুম করেন না। এতে হযরত উমর (রা) রাগান্বিত হয়ে এমনকি তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। তখন হযরত হুর (রা) তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লামকে বলেছেন ঃ ইরশাদ হয়েছে ..... خُذِ الْعَفْوَ "ক্ষমা প্রদর্শন কর, ভাল কাজের হুকুম দিন এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলুন।" আর ইনি তো একজন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কসম! এ আয়াত তিলাওয়াত করার সময় হযরত উমর (রা) কোনরূপ নড়াচড়াই করেননি। আর তিনি কুরআনের কথা অনুযায়ী খুব বেশী আমল করতেন। (বুখারী)

٥١- وَعَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا "قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫১. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে অনতিবিলম্বে কারও উপর কাউকে গুরুত্ব দেয়া হবে এবং এমন সব কাজ হবে যা তোমরা পছন্দ করবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে (এ অবস্থায়) আপনি আমাদের কি হুকুম করেন? তিনি বললেন ঃ "তোমাদের উপর যেসব হক রয়েছে সেগুলো আদায় কর আর তোমাদের পাওনা আল্লাহর কাছে চাও।" (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢- عَنْ أَبِيْ يَحْيَى أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا؟ فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২. হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া উসাইদ ইব্ন হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি আমাকে কর্মচারী নিযুক্ত করবেন না, যেমন অমুককে করেছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা অনতিবিলম্বে আমার পরে (তোমাদের নিজেদের উপর) অন্যের গুরুত্ব দেখতে পাবে। তখন আমার সাথে 'হাওযে কাউসারে' দেখা না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সবর করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٣- وَعَنْ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ لاَتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ؛ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আউফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং সূর্য হেলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "হে লোকেরা! তোমরা দুশমনদের সাথে সংঘর্ষ কামনা করো না। আল্লাহর নিকট শান্তি চাও। তবে যখন তাদের সাথে সংঘর্ষ হয়ে পড়ে তখন সবর করবে অর্থাৎ অটল থাকবে। জেনে রাখ, জান্নাত রয়েছে তলোয়ারের ছায়াতলে।" তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ চালনাকারী ও দুশমন বাহিনীকে পরাজয়দানকারী আল্লাহ্! তাদেরকে পরাস্ত কর এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الصِّدْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ সত্যনিষ্ঠ বা সত্যবাদিতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ - (التوبة : ١١٩)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাক।" (সূরা তাওবা ঃ ১১৯)

وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ - (الأحزاب : ٣٥)

"সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও নারীগণ ..... আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৩৫)

فَلَوْصَدَقُوْا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ - (محمد : ٢١)

"যদি তারা আল্লাহর নিকট ওয়াদায় সত্যতার প্রমাণ দিত, তাহলে তাদের জন্যই তা ভাল হত।"(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২১)

٥٤- عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ ؛ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৪. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ "সত্যনিষ্ঠা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' (সত্যনিষ্ঠ) নামে অভিহিত হয়। আর মিথ্যা অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় এবং অশ্লীলতা দোযখের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহর নিকট মিথ্যুক নামে অভিহিত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٥٥- عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيَّةٌ وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৫. হযরত আবু মুহাম্মদ হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ কথাগুলো মুখস্থ করেছি ঃ "যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয় তা ছেড়ে দিয়ে যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না তাই গ্রহণ কর। সত্যনিষ্ঠা অবশ্যই প্রশান্তিদায়ক, আর মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টিকারী।" (তিরমিযী)

٥٦- عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ صَخْرِبْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِيْ قِصَّةِ هِرَقْلَ : فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ (يَعْنِيْ النَّبِيَّ ﷺ) قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ : قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَتُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৬। হযরত আবু সুফিয়ান সাখ্‌র ইব্‌ন হারব (রা) এক দীর্ঘ হাদীসে হিরাকলের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ হিরাকল জিজ্ঞেস করল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কি কাজ করার হুকুম করেন ? আবু সুফিয়ান (রা) বললেন ঃ তিনি বলেন, "তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর আর তাঁর সাথে কোন শিরক করো না। তোমরা তোমাদের বাপ দাদা যা বলে তা ছেড়ে দাও। আর তিনি আমাদেরকে নামায, সত্যনিষ্ঠা, উদারতা ও মধুর সম্পর্কের হুকুম করেন।"(বুখারী ও মুসলিম)

٥٧- عَنْ أَبِيْ ثَابِتٍ وَقِيْلَ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَقِيْلَ أَبِيْ الْوَلِيْدِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ بَدْرِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ فِرَاشِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৭. বদরী সাহাবী হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সত্যিই শাহাদাতের মৃত্যু চায়, সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ তাকে শহীদগণের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেন।" (মুসলিম)

٥٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَيَتْبَعْنِيْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ إِمْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلاَ أَحَدَ بَنَى

www.BANGLAKITAB.com

بُيُوْتًا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا، وَلاَ أَحَدُ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكَ مَأْمُوْرَةٌ وَأَنَا مَأْمُوْرٌ اَللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِىْ النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ : إِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلٌ فَلْيُبَايِعْنِىْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ : " فِيْكُمْ غُلُوْلٌ فَلْيُبَايِعْنِىْ قَبِيْلَتُكَ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ بِيَدِهِ فَقَالَ : فِيْكُمْ غُلُوْلٌ فَجَاءُوْا بِرَأْسٍ مِثْلَ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمَ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ، ثُمَّ أَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন একজন নবী জিহাদ করতে গিয়ে তাঁর জাতিকে বললেন, 'যে ব্যক্তি সম্প্রতি বিয়ে করে তার স্ত্রীর সাথে মিলন করতে চায়, কিন্তু এখনও সে তা করেনি, যে ব্যক্তি ঘর তৈরী করেছে বটে, কিন্তু এখনও তার ছাদ তৈরী করেনি এবং যে ব্যক্তি গর্ভবতী ছাগল বা উট্‌নী ক্রয় করে তার বাচ্চার অপেক্ষায় আছে তারা যেন জিহাদে আমার সাথে না যায়। তারপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আসরের নামাযের সময় অথবা তার কাছাকাছি সময় যে জনপদে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল সেখানে পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন ঃ তুমিও আল্লাহর হুকুমের অধীন আর আমিও তাঁর হুকুমের অধীন। হে আল্লাহ্ ! তুমি সূর্যকে আটকে রাখ। অতঃপর জিহাদে জয়লাভ করা পর্যন্ত তা আটকে রাখা হল। তিনি গনীমতের মাল একত্রিত করে রাখলে আগুন সেগুলোকে জ্বালিয়ে ফেলার জন্য এল, কিন্তু আগুন তা জ্বালাল না। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেউ গনীমাতের মালে খিয়ানত করেছ। কাজেই প্রত্যেক গোত্রের একজনকে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে। বাইয়াত করতে গিয়ে একজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আঁটকে গেল। তখন তিনি (তাকে) বললেন, তোমাদের মধ্যেই খিয়ানতকারী রয়েছে। কাজেই তোমার গোত্রের সব লোককে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে। এভাবে বাইয়াত করতে গিয়ে দু'জন কি তিনজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের দ্বারাই এ খিয়ানত হয়েছে। তারা তখন একটি গরুর মাথার সমান একটি সোনার মাথা নিয়ে এল। তারপর সেটাকে তিনি মালের সাথে রেখে দিলেন এবং আগুন এসে তা সব খেয়ে ফেলল। আমাদের পূর্বে কারও জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়নি। মহান আল্লাহ আমাদের (উম্মতে মুহাম্মদীর) দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য করে আমাদের জন্য এটা হালাল করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٥٩-عَنْ أَبِىْ خَالِدٍ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৯. হযরত আবু খালিদ হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপর থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেনা-বেচা বাতিল করে দেওয়ার অধিকার রাখে। যদি তারা উভয়ে সত্য পথে থাকে, তাহলে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হয়। আর যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে তাতে বরকত নষ্ট করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْمُرَاقَبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুরাকাবা বা আত্মপর্যবেক্ষণ।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"الَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ"- (الشعراء : ٢١٨٨-٢١٩)

"তুমি যখন নামাযে দাঁড়াও তখন তিনি তোমাকে এবং নামাযীদের মধ্যে তোমার নড়াচড়া পরিদর্শন করেন।" (সূরা শুআরা ঃ ২১৮ ২১৯)

"وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ" - (الحديد : ٤)

"তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের সাথে থাকেন।"(সূরা হাদীদ ঃ ৪)

"إِنَّ اللّٰهَ لَايَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ" -(النساء : ٥)

"আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও যমীনে কোন কিছুই গোপন থাকে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫)

"إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ" - الفجر : ١٤)

"নিশ্চয়ই তোমার রব প্রভু (তাঁর বিরোধীদের প্রতি) কড়া দৃষ্টি রাখছেন।" (সূরা আল-ফাজর ঃ ১৪)

"يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِىْ الصُّدُوْرُ" - (المؤمن : ١٩)

"আল্লাহ চোখের বিশ্বাসঘাতকতা (অর্থাৎ অবৈধ দৃষ্টি) ও মনের গোপন কথা জানেন।"(সূরা মু'মিন ঃ ১৯)

٦٠- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدٌ

www.BANGLAKITAB.com

سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً " قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ : مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ " أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ! ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০. হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে আছি এমন সময় হঠাৎ একজন লোক এল। লোকটির পোষাক-পরিচ্ছদ খুবই সাদা ধপধপে ছিল। তাঁর চুলগুলো ছিল গাঢ় কাল। তাঁর মাঝে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। আর আমাদের কেউ তাঁকে চিনছিল না। লোকটি সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বসল। তারপর তাঁর জানু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানুর সাথে লাগিয়ে দিয়ে নিজের হাত দু'খানা উরুর উপর রেখে বলল, হে মুহাম্মদ ! ইসলামের পরিচয় আমাকে বলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ইসলাম হল, এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে ঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং সামর্থ থাকলে হাজ্জ করবে।" লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন। আমরা তাঁর এরূপ করতে দেখে বিস্ময়বোধ করলাম যে, সে তাঁকে জিজ্ঞেসও করছে, আবার তাঁর কথা সত্যায়িত করছে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাকে ঈমানের পরিচয় বলে দিন। তিনি বললেন ঃ "ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামতের দিন এবং তাক্‌দীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।" সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল,

www.BANGLAKITAB.com

আপনি আমাকে ইহ্সানের পরিচয় বলে দিন। তিনি বললেন, "এটা এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে ধারণা রাখ।" লোকটি জিজ্ঞেস করল, কিয়ামতের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ "যাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল সে প্রশ্নকারী থেকে এ ব্যাপারে বেশী জানে না।" লোকটি বলল, তাহলে তার লক্ষণগুলো বলুন। তিনি বললেন ঃ "লক্ষণ হচ্ছে এই যে, দাসী তার মুনীবকে প্রসব করবে। আর খালি পা, উলংগ শরীর বিশিষ্ট গরীব মেষের রাখালদেরকে দেখতে পাবে যে তারা সুউচ্চ দালান কোঠায় বসে অহংকার করছে।" তারপর লোকটি চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ থাকার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে উমার ! এই লোকটিকে চিন ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ "তিনি হচ্ছেন জিব্রীল। তিনি তোমাদের দীন শিখাতে এসেছিলেন।" (মুসলিম)

٦١- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৬১. হযরত আবু যার ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর এবং অসৎ কাজ করলে তারপর সৎকাজ কর। তাহলে ভালকাজ মন্দ কাজকে শেষ করে দেবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিযী)

٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ : يَا غُلَامُ إِنِّىْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ ، اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ ؛ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ ، وَإِنِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৬২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে (কোন সাওয়ারের উপর বসা) ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ ওহে খোকা, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহর (নির্দেশাবলীর) রক্ষণাবেক্ষণ ও অনুরসণ কর, আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। মহান আল্লাহর হক আদায় কর, তাঁকেও তোমার সাথে পাবে। যখন কোন কিছু চাইবে তো আল্লাহরই কাছে চাও। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তা আল্লাহরই কাছে চাও। আর জেনে রাখ, সমস্ত

www.BANGLAKITAB.com

সৃষ্টজীব একসাথে মিলেও যদি তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে মহান আল্লাহ যা তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন তাছাড়া কোন উপকার করতে পারবে না। আর তারা যদি একসাথে মিলে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তবে মহান আল্লাহ যা তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন তাছাড়া কোন ক্ষতি তারা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে এবং কিতাবাদি শুকিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তাক্‌দীরের লিখন শেষ হয়ে গেছে। (তিরমিযী)

٦٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِيْ أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা এমন সব কাজ করে থাক যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও বেশী হাল্‌কা-পাতলা। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে সেগুলোকে ধ্বংসকর ও মহা ক্ষতিকর হিসেবে গণ্য করতাম। (বুখারী)

٦٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ تَعَالَى أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা (বান্দার ব্যাপারে) আত্মমর্যাদা অনুভব করেন। আর মানুষের জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন যখন সে তাতে লিপ্ত হয় তখনই আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ ثَلاَثَةً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى إِرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا ، قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الإِبِلُ أَوِ الْبَقَرُ (شَكَّ الرَّاوِيُّ) فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ هٰذَا الَّذِيْ قَذِرَنِي النَّاسَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ

www.BANGLAKITAB.com

أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : اَلْبَقَرُ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا فَأَتَى الأَعْمٰى فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ أَنْ يَّرُدَّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَأَبْصَرَ النَّاسَ فَمَسَحَه فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ بَصَرَه قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ : اَلْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَأَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ : كَأَنِّي أَعْرِفُكَ : أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللّٰهُ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلى مَا كُنْتَ وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدَّ هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلى مَا كُنْتَ وَأَتَى الأَعْمٰى فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَخُذْ مَاشِئْتَ وَدَعْ مَاشِئْتَ فَوَاللّٰهِ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বনী ইসরাইলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল ঃ কুষ্ঠরোগী, টেকো ও অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন এবং একজন ফিরিশতাকে তাদের নিকট পাঠালেন। তিনি কুষ্ঠ রোগীটির কাছে এসে বললেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয়বস্তু কোনটি? সে বলল, সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক এবং সেই রোগ থেকে মুক্তি যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। ফিরিশ্‌তা তার গা মুছে দিলেন। এতে তার রোগ নিরাময় হল এবং তাকে সুন্দর রং দান করা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ? সে বলল, উট অথবা গরু, (এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ)। তখন তাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উট দেয়া হল। ফিরিশতা বললেন, আল্লাহ্ এতে তোমাকে বরকত দিন। তারপর তিনি টেকো লোকটির নিকট

www.BANGLAKITAB.com

গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোন্‌টি ? সে বলল, সুন্দর চুল এবং এই টাক থেকে মুক্তি যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। তিনি তার মাথা মুছে দিলেন। এতে তার টাক সেরে গেল এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, গরু। তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হল। তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ এতে তোমাকে বরকত দিন। তারপর তিনি অন্ধ লোকটির নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, আল্লাহ আমার চোখ ফিরিয়ে দিন যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। তিনি তার চোখ স্পর্শ করলেন। এতে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, ছাগল। তাকে তখন এমন একটি ছাগী দেয়া হল যা বেশীবাচ্চা দেয়। তারপর উট, গাভী ও ছাগলের বাচ্চা হল। এতে উট দ্বারা একটি ময়দান, গরু দ্বারা আর একটি ময়দান এবং ছাগল দ্বারা অন্য একটি ময়দান ভরে গেল। তারপর ফিরিশতা কুষ্ঠ রোগীর নিকট তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে এসে বললেন, আমি একজন মিস্‌কীন। সফরে আমার সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। সেই আল্লাহর নামে আমি তোমার কাছে একটা উট সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর ত্বকও সম্পদ দিয়েছেন। সে বলল, (আমার ওপর) অনেকের হক রয়েছে। তিনি বললেন, আমি বোধ হয় তোমাকে চিনি। তুমি কুষ্ঠরোগী ছিলে না? তোমাকে লোকে ঘৃণা করত না কি? তুমি না নিঃস্ব ছিলে? তোমাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। সে বলল, আমি তো এ সম্পদ পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাকে যেন পূর্বের মত করে দেন। এরপর তিনি টেকো লোকটির নিকট তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে এসে ঐ কথাই বললেন, যা প্রথম ব্যক্তিকে বলেছিলেন এবং সে সেই উত্তরই দিল, যা পূর্বোক্ত (কুষ্ঠরোগী) লোকটি দিয়েছিল। ফিরিশ্‌তা একেও বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে আবার পূর্বের মত করে দেন। তারপর তিনি অন্ধ লোকটির নিকট তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে এসে বললেন, আমি একজন মিস্‌কীন ও পথিক। আমার সবকিছু সফরে শেষ হয়ে গেছে। এখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই তোমার কাছে সেই আল্লাহর নামে একটি ছাগল সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে তোমার চোখ ফেরত দিয়েছেন। লোকটি বলল, 'আমি অন্ধ ছিলাম' আল্লাহ আমাকে আমার চোখ ফেরত দিয়েছেন। কাজেই তুমি তোমার যত ইচ্ছা মাল নিয়ে যাও। আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহর কসম! আজ তুমি মহান আল্লাহর ওয়াস্তে যা কিছু নেবে আমি তাতে তোমাকে বাধা দিব না। ফিরিশতা বললেন ঃ তোমার মাল তোমার কাছেই রাখ। তোমাদের শুধু পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দু'জন সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦- عَنْ أَبِيْ يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللّٰهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

www.BANGLAKITAB.com

৬৬. হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তার নফ্‌সের হিসাব নেয় এবং পরকালের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফ্‌সের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আবার আল্লাহর কাছেও আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখে। তিরমিযী)

٦٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "বাজে কাজ ও কথা পরিহার করা মানুষের (ফিত্‌রী) সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।"(তিরমিযী)

٦٨- عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَيُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ ضَرَبَ إِمْرَأَتَهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৬৮. হযরত উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তিকে এ কথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, সে তার স্ত্রীকে কোন্ ব্যাপারে মেরেছে।"(আবূ দাউদ)

بَابُ التَّقْوٰى

অনুচ্ছেদ ঃ তাক্‌ওয়া-আল্লাহ্‌ভীতি ও পরহেযগারী।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ" (اٰل عمران : ١٠٢)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২)

"فَاتَّقُوْا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" - (التغابن : ١٦)

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।"(সূরা তাগাবুন ঃ১৬)

"يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا" (الاحزاب : ٧٠)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।' (সূরা আহ্‌যাব ঃ৭০)

"وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَحْتَسِبُ" -

(طلاق : ٣-٢)

'যেব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং যেখান সম্পর্কে সে ধারণাও করেনি সেখান থেকে তিনি তাকে রিয্‌ক্ দেন' (সূরা তালাকঃ ২-৩)

www.BANGLAKITAB.com

"إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ" (الانفال : ٢٩)

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলতে থাক তাহলে তিনি তোমাদেরকে (ভাল মন্দের মধ্যে) পার্থক্যকারী (যোগ্যতা ও শক্তি) দান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের গুনাহসমূহ দূর করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ মহান মর্যাদার অধিকারী।" (সূরা আনফাল ঃ ২৯)

٦٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ : أَتْقَاهُمْ ، فَقَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيلِ اللّٰهِ"قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ : فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۔

৬৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ "সকলের চেয়ে যে বেশী আল্লাহভীরু।" সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, আমরা এ কথা জিজ্ঞেস করছি না। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী ইউসুফ, যাঁর পিতা আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা আল্লাহর নবী এবং তাঁর পিতা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। সাহাবা কেরাম (রা) বললেন ঃ আমরা আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করছি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তাহলে তোমরা আরবের বিভিন্ন বংশের কথা জিজ্ঞেস করছ? (জেনে রেখ) "জাহিলিয়াতের যুগে তাদের মধ্যে যারা ভাল ছিল তারাই ইসলামের যুগেও ভাল যদি তারা বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্মজ্ঞানী হয়ে থাকে"। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۔

৭০. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দুনিয়া অবশ্যই সুমিষ্ট ও আকর্ষণীয়। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি করেছেন। যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ কর। কাজেই দুনিয়া থেকে বাঁচ এবং নারীদের (ফিত্‌না) থেকেও বাঁচ। কারণ বনী ইসরাঈলদের প্রথম ফিত্‌না নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল।"(মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٧١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭১. হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়েত, তাক্‌ওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম)

٧٢- عَنْ أَبِيْ طَرِيْفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلّٰهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭২. হযরত আদি ইব্‌ন হাতিম তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে কসম করার পর অধিকতর আল্লাহ ভীতির (তাক্‌ওয়া) কোন কাজ দেখলো এ অবস্থায় তাকে সেটাই করতে হবে।" (মুসলিম)

٧٣- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلاَنَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৩. হযরত আবু উমামা সুদাই ইব্‌ন আজলান আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজ্জে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ "তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর, রমযানের রোযা পালন কর, নিজেদের মালের যাকাত দাও এবং নিজেদের শাসকবর্গের (বৈধ হুকুমের) আনুগত্য কর। তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।"(তিরমিযী)

بَابُ الْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল-দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا (الأحزاب : ٢٢)

"আর মু'মিনগণ (আক্রমণকারী) সৈন্যদেরকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল ঃ এই তো সেই জিনিসই যার ওয়াদা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের নিকট করেছিলেন। আল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

এবং তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রা বৃদ্ধি করে দিল।"(সূরা আহ্যাব ঃ ২২)

"اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ۔ (ال عمران : ١٧٣-١٧٤)

"আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে,তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে। কাজেই তাদেরকে ভয় কর। (এ কথা শুনে) তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেল। আর তারা উত্তরে বলল যে, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই অতি উত্তম কর্মসম্পাদনকারী। অবশেষে তারা আল্লাহর নিয়ামত ও দানসহ এমন অবস্থায় ফিরে এল যে, তাদের কোন ক্ষতি হল না। আর তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের মালিক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩, ১৭৪)

"وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ " (الفرقان : ٥٨)

'আর সেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর যিনি চিরঞ্জীব ও অমর।'(সূরা ফুরকান ঃ ৫৮)

"وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ" (إبراهيم : ١١)

"আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ১১)

"فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ" (اٰل عمران : ١٥٩)

"তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

"وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" (الطلاق : ٣)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা তালাক ঃ ৩)

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ" (الانفال : ٢)

"ঈমানদার তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণের কালে কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা রাখে।"(সূরা আনফাল ঃ ২)

٧٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ

www.BANGLAKITAB.com

وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِيْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِيْ فَقِيْلَ لِيْ : هَذَا مُوْسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِيْ : أُنْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَقِيْلَ لِيْ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِيْ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ صَحِبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ وَذَكَرُوْا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَا الَّذِيْ تَخُوْضُوْنَ فِيْهِ ؟ فَأَخْبَرُوْهُ فَقَالَ : هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَرْقُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصِنٍ فَقَالَ : أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ : أَنْتَ مِنْهُمْ" ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ : أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৭৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার নিকট (স্বপ্নে অথবা ইলহামে) উম্মাতদের পেশ করা হল। আমি একজন নবীকে একটি ছোট দলসহ দেখলাম। কয়েকজন নবীকে একজন দুইজন লোকসহ দেখলাম। আর এর নবীকে দেখলাম যে, তাঁর সাথে কেউ নেই। হঠাৎ করে আমাকে একটি বিরাট দল দেখান হল। আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মাত। আমাকে বলা হল, এরা মূসা ও তাঁর উম্মাত। তবে আপনি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি দেখলাম, সেখানে বিরাট একটি দল। আবার আমাকে আসমানের অন্য দিকে তাকিয়ে দেখতে বলা হল। আমি দেখলাম, সেখানেও বিরাট দল। তারপর আমাকে বলা হল, এসব আপনার উম্মত। আর তাদের মধ্যে থেকে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে উঠে তাঁর হুজরা শরীফে গেলেন। এ সময় সাহাবীগণ ঐসব লোকের ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন যাঁরা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবেন। কেউ বললেন, বোধহয় তাঁরা ঐসব লোক যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সংসর্গ লাভ করেছেন। অন্য কেউ বললেন, তাঁরা বোধ হয় ঐসব লোক যাঁরা ইসলামের অবস্থায় জন্মলাভ করেছেন। আর তাঁরা তো আল্লাহর সাথে শির্ক করেননি। এভাবে সাহাবায় কেরাম বিভিন্ন কথা বলাবলি করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে এসে বললেন ঃ "তোমরা কোন্ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছ ?" তাঁরা তখন তাঁকে বিষয়টা সম্পর্কে জানলেন। এতে রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম

www.BANGLAKITAB.com

বললেন ঃ " তারা হচ্ছে ঐসব লোক যারা তাবীজ তুমারের কারবার করে না এবং করায়ও না। আর তারা কোন কিছুকে শুভ ও অশুভ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করে না এবং তারা একমাত্র তাদের প্রতিপালক আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল করে। এ কথা শুনে উক্কাশা ইব্ন মুহ্সিন (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যাতে তিনি যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বললেন, "তুমি তাদের মধ্যকার একজন।" তারপর আর একজন উঠে বললেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যাতে আমাকেও তিনি তাঁদের মধ্যে গণ্য করেন। তিনি বললেন ঃ "উক্কাশা এ ব্যাপারে তোমার উপর বিজয়ী।" (বুখারী ও মুসলিম)

٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لاَتَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমারই জন্য ইসলাম গ্রহণ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই ওপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে ধাবিত হয়েছি এবং তোমারই নিকট ফয়সালা প্রার্থী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় চাই। যাতে তুমি আমাকে গোমরাহ না করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তুমি চিরঞ্জীব। তুমি মরবে না। আর জিন্ ও মানুষ সবই মরে যাবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدًا ﷺ حِيْنَ قَالُوْا : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইব্রাহীম আলাইহিস্ সাল্লামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হল, তখন তিনি বলেছিলেন, حسبنا الله ..... "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'– "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।" আর লোকেরা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীদেরকে বলেছিল যে, মুশরিকরা তোমদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় কর, তখন এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেছে এবং তারা বলেছে যে, আল্লাহ-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। (বুখারী)

٧٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

www.BANGLAKITAB.com

৭৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "জান্নাতে এমন অনেক লোক যাবে যাঁদের অন্তর পাখীর অন্তরের মত হবে।" (মুসলিম)

٧٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُمْ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَ عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ : تَخَافُنِيْ؟ قَالَ لَا فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قَالَ : وَفِيْ رِوَايَةٍ أَبِيْ بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيْلِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قَالَ ؟ اَللّٰهُ ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّيْفَ فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ فَقَالَ : كُنْ خَيْرَ أَخٍ فَقَالَ : تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ : لَا وَلٰكِنِّيْ أُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُوْنَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُوْنَكَ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ ، فَأَتَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ : جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ -

৭৮. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নাজ্‌দের দিকে কোনো এক জায়গায় জিহাদ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ফিরে এলেন তখন তিনিও তাঁর সাথে ফিরে এলেন। দুপুরে তাঁরা সকলেই এমন এক ময়দানে এসে হাযির হলেন যেখানে অনেক কাঁটাওয়ালা গাছপালা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে নামলেন এবং অন্যান্য লোকেরা গাছের ছায়ার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাবলা গাছের ছায়ায় গেলেন এবং তাঁর তলোয়ারখানি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন। আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ডাকতে লাগলেন। সে সময় তাঁর নিকট একজন গ্রাম্য লোক দেখলাম। তিনি বললেন ঃ "এই লোকটি আমার ঘুমন্ত

www.BANGLAKITAB.com

অবস্থায় আমার উপর আমার তলোয়ার উঁচু করেছিল। আমি জেগে দেখি তার হতে উলংগ তলোয়ার। সে আমাকে বলল, 'কে তোমাকে এখন আমার হাত থেকে বাঁচাবে ? আমি তিনবার বললাম, "আল্লাহ্।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে কোন শাস্তি দিলেন না এবং বসে পড়লেন। (বুখারী ও মুসিলম)

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ একদিন আমরা 'যাতুর রিকা' যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে ছিলাম। এ সময় আমরা একটি ছায়াদানকারী গাছের কাছে এলাম। এ গাছটিকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরামের জন্য ছেড়ে দিলাম। মুশরিকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তলোয়ারটি ঝুলানো ছিল গাছের সাথে। লোকটি তলোয়ারটি খুলে নিয়ে বললো, 'আপনি আমাকে ভয় করেন ? তিনি জবাব দিলেন, না। সে আবার বললো, তাহলে আমার হাত থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ। আর আবু বকর ইসমাঈলী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে যে রিওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ মুশরিকটি বললো,কে আপনাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে? তিনি জবাবে বললেন, "আল্লাহ"। এতে তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তলোয়াটি তুলে নিলেন এবং তাকে বললেন ঃ কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? সে জবাব দিলে ঃ 'আপনি সর্বোত্তম ধারণাকারী হয়ে যান।' তিনি বললেন ঃ "তুমি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।" সে জবাব দিল ঃ 'না' আমি এ স্বীকারোক্তি করি না। তবে আমি আপনার সাথে লড়াই করবো না এবং যারা আপনার সাথে লড়াই করে তাদের সাথেও সহযোগিতা করবো না।(এ কথায়) তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। এরপর মুশরিকটি তার সাথীদের কাছে এলো এবং তাদেরকে বললো ঃ আমি সর্বোত্তম মানুষটির সাথে সাক্ষাত করে তোমাদের কাছে এসেছি।

٧٩- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৯. হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যদি তোমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার হক আদায় করতে অর্থাৎ সঠিক তাওয়াক্কুল কর তবে তিনি পাখীকে রিযিক দেওয়ার মতই তোমাদেরকেও দিতেন। পাখী তো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"(তিরমিযী)

٨٠- عَنْ أَبِيْ عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ

www.BANGLAKITAB.com

إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَمَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৮০. হযরত বারা'আ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে অমুক! যখন তুমি তোমার বিছানায় শয়ন করতে যাও তখন বল ঃ ' হে আল্লাহ!' আমি আমার নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করে দিয়েছি, আমি আমার চেহারাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি, আমার ব্যাপারটা তোমার নিকট সোপর্দ করেছি এবং আমার পিঠখানা তোমার দিকে লাগিয়ে দিয়েছি। আর এসব কিছু তোমার শাস্তির ভয়ে এবং তোমার পুরস্কারের আশায় করেছি। তুমি ছাড়া কোথাও আশ্রয়ের জায়গা নেই, তুমি ছাড়া বাঁচবার কোন স্থান নেই। আমি তোমার কিতাবের ওপর ঈমান এনেছি, যা তুমি নাযিল করেছ। তোমার প্রেরিত নবীর প্রতিও ঈমান এনেছি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি তুমি ঐ রাতেই মারা যাও তাহলে ইসলামের অবস্থায় তোমার মৃত্যু হবে। আর যদি সকালে জীবিত থাক তাহলে কল্যাণ লাভ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٨١- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِيْنَ عَمْرِوبْنِ كَعْبِ ابْنِ سَعْدِيْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَيْشِيِّ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَأُمُّهُ صَحَابَةٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ : نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ وَنَحْنُ فِيْ الْغَارِوَهُمْ عَلَى رُؤُسِنَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لاَبْصَرَنَا فَقَالَ : مَاظَنُّكَ يَا اَبَابَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৮১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে (মদীনা শরীফে হিজরতের সময় সাওর পাহাড়ের) গুহায় থাকাকালীন মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আর তারা তখন আমাদের মাথার উপরে ছিল। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যদি এখন তাদের কেউ তাদের পায়ের নিচ দিয়ে তাকায়, তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, "হে আবু বকর! এমন দু'জন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাঁদের সাথে তৃতীয়জন হচ্ছেন মহান আল্লাহ।" (বুখারী ও মুসলিম)

٨٢- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِيْ أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ الْمَخْزُوْمِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ :

www.BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْأَجْهَلَ أَوْيُجْهَلَ عَلَى - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِىُّ -

৮২. হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর বাড়ী থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহর নামে বের হচ্ছি এবং তাঁর উপর ভরসা করছি। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট না করা হয়। আমি যেন দীন থেকে সরে না যাই অথবা আমাকে সরিয়ে না দেয়া হয়। আমি যেন কারও উপর যুলুম না করি অথবা আমার উপর যুলুম না করা হয়। আমি যেন মূর্খতা অবলম্বন না করি অথবা আমি মূর্খতার শিকার না হয়ে যাই।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَعْنِىْ "بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ" يُقَالُ لَهُ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ -

৮৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ "বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি ওয়া লা-হাওলা ওয়া-লা- কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি - আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আর আল্লাহ ছাড়া কারও কাছ থেকে কোন শক্তি পাওয়া যায় না।" (এরূপ দু'আ করলে) তাকে বলা হয়, তোমাকে হিদায়াত দেয়া হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তোমার হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

٨٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِى النَّبِىَّ ﷺ وَالاٰخَرُيَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৮৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আসত, আর একজন নিজ পেশায় মগ্ন থাকত। ভাই এর বিরুদ্ধে (কর্মব্যস্ত ভাই) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "খুব সম্ভব তোমাকে তারই বরকতে রিযিক দেয়া হচ্ছে। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ الإِسْتِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিকামাত-অবিচল নিষ্ঠা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ" (هود : ١١٢)

'তোমাকে যেমন হুকুম করা হয়েছে তেমনই (দীনের পথে) অবিচল থাক।' (সূরা হূদঃ ১১২)

"إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ" (حم السجدة : ٣٠-٣٢)

"যারা (আন্তরিকভাবে) অংগীকার করে যে, আল্লাহ আমাদের রব এবং তারা এ কথার উপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্‌তা নাযিল হয়ে বলতে থাকে, ভয় করো না, দুশ্চিন্তা করো না, আর সেই জান্নাতের সুখবর গ্রহণ কর, যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু আর পরকালেও। সেখানে (জান্নতে) আমাদের মন যা আকাঙ্ক্ষা করবে এবং যা কিছু চাইবে তা সবই পাবে। এসব সেই আল্লাহর তরফ থেকে মেহমানদারী হিসেবে পাবে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতি দয়াবান।" (সূরা হা-মীম-আস-সিজ্‌দাহ ঃ ৩০-৩২)

"إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ، أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ" ـ

"যারা বলে, আল্লাহ আমাদের রব এবং তারা এ কথার উপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় ও নেই, তারা দুশ্চিন্তাও করবে না। তারাই দুনিয়ায় যে কাজ করছিল তার পরিনামে জান্নাতবাসী হয়ে চিরকাল সেখানে থাকবে।"(সূরা আহ্‌কাফ ঃ ১৩ ও ১৪)

٨٥- عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو وَقِيْلَ أَبِيْ عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِيْ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৮৫. হযরত সুফিয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলে দিন যেন আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে না হয়। তিনি বললেন ঃ "বল আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি তারপর এর ওপর অবিচল থাক।"(মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٨٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّه لَنْ يَّنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِه "قَالُوْا : وَلاَ أَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَّتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা (দীনের ব্যাপারে) ভারসাম্য বজায় রাখ এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাক। আর জেনে রাখ তোমাদের কেউ তার আমলের সাহায্যে মুক্তি পাবে না।" সাহাবা কেরাম (রা) জিজ্ঞেস করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি ? তিনি বললেন, 'আমিও পাব না, তবে যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে নিয়ে নেন।' (মুসলিম)

بَابُ فِي التَّفَكُّرِ عَظِيْمِ مَخْلُوْقَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى وَفَنَاءِ الدُّنْيَا وَأَهْوَالِ الْاٰخِرَةِ وَسَائِرِ أُمُوْرِهُمَا وَتَقْصِيْرِ النَّفْسِ وَتَهْذِيْبِهَا وَحَمْلِهَا عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর মহান সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা এবং দুনিয়ার ধ্বংস ও আখিরাতের অবস্থা দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমানো এবং জীবনকে সুন্দর করার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا"

"বলে দিন ঃ আমি তোমাদের শুধু একটা নসীহত করছি। (সেটা এই যে) আল্লাহর জন্য তোমরা একা একা ও দুই দইজন গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।"(সূরা সাবা ঃ ৪৬)

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - (اٰل عمران : ١٩٠ - ١٩١)

"আস্‌মান ও যমীন সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত-সব অবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আস্‌মান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে। হে আল্লাহ! আপনি এসব বৃথা ও অর্থহীন সৃষ্টি করেননি, আপনি অতি পবিত্র। অতএব আপনি আমাদের আগুনের আযাব থেকে বাঁচান।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০, ১৯১)

أَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ -

www.BANGLAKITAB.com

"তারা কি উটগুলো দেখে না সেগুলো কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে ? আস্‌মানকে দেখে না কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে ? পাহাড়গুলোকে দেখে না কিভাবে সেগুলোকে মজবুতভাবে দাঁড় করানো হয়েছে ? আর যমীনকে দেখে না, কিভাবে তা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে ? সে যাই হোক আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। কেননা আপনি তো একজন উপদেশদানকারী মাত্র।" (সূরা গাশিয়াহ ঃ ১৭-২১)

أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا .... الاية ـ (يوسف : ١٠٩)

"তারা কি পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণ করে না আর দেখে না" -- পূর্ববর্তীদের (কাফির, মুশরিক ও আল্লাহদ্রোহীদের পরিণাম কি হয়েছে ?) (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯)

[এ বিষয়ের হাদীস ইতিপূর্বে উপস্থাপিত হয়েছে]

بَابٌ فِى الْمُبَادِرَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَحثٌ مَنْ تَوَجَّه لِخَيْرٍ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْه بِالْجِد مِنْ غَيْرِ تَرَدَّدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক তৎপরতা এবং সব কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ (البقرة : ١٤٨)

"তোমরা কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হও।" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৮)

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (ال عمران : ١٣٣)

"সেই পথে দ্রুতগতিতে চল যা তোমাদের আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং আস্‌মান ও যমীনের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

٨٧ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ : يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا ; وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَه بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব না করে সৎকাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে যাও। কারণ শীঘ্রই অন্ধকার রাতের অংশের মত ফিত্‌না দেখা দেবে। তখন মানুষ সকাল বেলা মু'মিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। আবার সন্ধায় মু'মিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। তারা দীনকে দুনিয়ার স্বার্থের বদলে বিক্রি করবে।" (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٨٨- عَنْ أَبِي سِرْوَعَةَ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ : "ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَّحْبِسَنِيْ فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৮. হযরত আবু সিরওয়া উক্‌বা ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের পিছনে মদীনায় আসরের নামায আদায় করলাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়েই তাঁর বিবিগণের কারো কামরার দিকে গেলেন। লোকেরা তাঁর এই দ্রুতগতি দেখে ঘাবড়ে গেল। তারপর তিনি বেরিয়ে এসে দেখলেন যে লোকেরা তাঁর দ্রুতগতির কারণে হতবাক হয়ে গিয়েছে। তিনি তখন বললেন ঃ এক টুক্‌রা সোনা বা রূপার কথা মনে পড়েছিল, যা আমাদের নিকট ছিল। আমার নিকট তা থাকা পছন্দ করলাম না। তাই ওটাকে বিতরণ করে দেয়ার হুকুম দিয়ে এলাম। (বুখারী)

٨٩- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ " فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহোদ যুদ্ধের দিন জিজ্ঞেস করল, আমি যদি নিহত হয়ে যাই তবে আমি কোথায় হব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "জান্নাতে।" তখন তিনি তাঁর হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে লড়াই করলেন। অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কোন সাদাকায় (দানে) সবচেয়ে বেশী সাওয়াব? তিন বললেন ঃ "তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যে, তুমি সুস্থ আছ, মালের প্রতি লোভ আছে, অভাব-অনটনকে ভয় করছ এবং সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করছ। তুমি দান করার ব্যাপারে এমনভাবে কার্পণ্য করো না যে, শেষে মৃত্যুর মুহূর্ত এসে যায় এবং তখন তুমি এ কথা বল যে, এ পরিমাণ অমুকের এবং সে পরিমাণ অমুকের। অথচ অমুকের জন্য সে মাল নির্ধারণ হয়েই গিয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٩١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّى هٰذَا فَبَسَطُوْا أَيَادِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُوْلُ : أَنَا أَنَا فَقَالَ : فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُوْ دُجَانَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَا اٰخُذُهُ بِحَقِّهِ فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের দিন একখানা তলোয়ার নিয়ে বললেন ঃ " কে আমার কাছ থেকে এটা নেবে ? লোকদের প্রত্যেকেই বলতে লাগল, আমি আমি। তিনি বললেন, "কে এটার হক আদায় করার জন্য নেবে? এ কথায় সব লোক থেমে গেল। তখন আবু দুজানা (রা) বললেন, 'আমি এর হক আদায় করার জন্য নেব।' তিনি সেটা নিয়ে মুশরিকদের শিরচ্ছেদ করলেন। (মুসলিম)

٩٢- عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ : اصْبِرُوْا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِيْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِيْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتّٰى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯২. হযরত যুবাইর ইব্ন আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা) নিকট এসে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের তরফ থেকে আমরা যে কষ্ট পাচ্ছিলাম তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, 'সবর কর, কারণ যে কোন যুগই আসুক না কেন, তার পরবর্তী যুগ অধিকতর খারাপ। এ অবস্থা তুমি তোমার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত চলবে। আমি একথা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। (বুখারী)

٩٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا : هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنًى مُطْغِيًا ، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ و أَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৯৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা সাতটি জিনিসের পূর্বেই অবিলম্বে সকল কাজ করে ফেল। তোমরা কি এর অপেক্ষায় থাকাবে যে, এমন দারিদ্র আসুক যা ইসলামের নির্দেশ পালন থেকে ভুলিয়ে রাখে ? অথবা এমন ধন-সম্পদ আসুক যা ইসলাম বিরোধিতার দিকে ঠেলে দেয় ? অথবা এমন রোগ হোক যা শরীরকে খারাপ করে দেয়? অথবা এমন বার্ধক্য আসুক যা বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়? অথবা মৃত্যু এসে পড়ুক? অদৃশ্য দুষ্ট দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করুক? অথবা কিয়ামাত এসে যাক? আর কিয়ামাত তো খুবই ভীষণ ও তিক্ত। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

٩٤- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ ؛ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ : إِمْشِ وَلاَ تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ : قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের দিন বলেছেন ঃ এই পতাকা এমন একজনকে দিবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর হাতে মহান আল্লাহ বিজয় দিবেন। হযরত উমর (রা) বলেন, আমি ঐদিন ছাড়া আর কখনও নেতৃত্ব পছন্দ করিনি। তাই আমার সেজন্য আকাংক্ষা হল যে, আমাকে ডাকা হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা)-কে ডেকে তাকেই সে ঝান্ডা দিলেন এবং বললেন, "চলে যাও, কোন দিক তাকাবে না যতক্ষণ না তোমাকে আল্লাহ বিজয় দেন।" হযরত আলী (রা) একটু চলেই দাঁড়ালেন, কিন্তু কোন দিকে তাকালেন না এবং চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসের ভিত্তিতে (এবং কতক্ষণ পর্যন্ত) লোকদের সাথে লড়াই করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তারা এই কথা সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত লড়াই করবে যে," আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, আর মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল।" তারা এ সাক্ষ্য দিলে তোমার হাত থেকে তারা তাদের জানমাল রক্ষা করতে পারবে। তবে ইসলামের হক্ তাদের আদায় করতে হবে। আর তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহর দায়িত্বে। (মুসলিম)

بَابُ فِي الْمُجَاهَدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহাদা – সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা সাধনা করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ-

"যারা আমার জন্য চেষ্টা সংগ্রাম করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাব। আর নিশ্চিত আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের সাথে রয়েছেন।"(সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯)

www.BANGLAKITAB.com

"وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ"۔ (الحجر : ٩٩)

"তুমি তোমার রবের ইবাদত কর সেই (মৃত্যুর) মুহূর্ত পর্যন্ত যা তোমার নিকট সুনিশ্চিতভাবে আসবে অর্থাৎ মৃত্যু।" (সূরা হিজ্‌র্ ঃ ৯৯)

"وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلاً"۔ (المزمل : ٨)

"তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ করতে থাক এবং সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র তাঁরই দিকে মনোনিবেশ কর।" (সূরা মুয্‌যাম্মিল ঃ ৮)

"فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهٗ"۔ (الزلزال : ٧)

"অতঃপর কোনো ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলেও তা দেখতে পাবে।" (সূরা যিল্‌য়াল্ ঃ ৭)

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔

"আর যে কোনো ভাল কাজ তোমরা আগে করে রাখবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম ও বিরাট বিনিময়রূপে পাবে।" (সূরা মুয্‌যাম্মিল ঃ ২০)

"وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ" ۔ (البقرة : ٢٧٣)

"তোমরা যে ভাল কাজ করবে তা আল্লাহ খুব ভাল করে জানেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

٩٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ : مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهٗ فَإِذَا أَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُبِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِىْ أَعْطَيْتُهٗ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَأُعِيْذَنَّهٗ ۔ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ۔

৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার অলীকে (বন্ধুকে) কষ্ট দেয় আমি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেই। আমার বান্দা আমার আরোপিত ফরয কাজের মধ্যে যা আমার নিকট প্রিয় তার মাধ্যমে এবং নফল কাজের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে (এক স্তরে) আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। আর যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, আমি তাকে দেই। আর যদি আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

٩٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "বান্দা যখন আধ হাত আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার কাছে হেঁটে আসে, আমি তার কাছে দৌড়িয়ে যাই।" (বুখারী)

٩٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ ، وَالْفَرَاغُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯৭, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দু'টি নিয়ামত (আল্লাহর দান) যার ব্যাপারে বহু লোক ক্ষতিগ্রস্থ তা হচ্ছে ঃ স্বাস্থ্য ও অবসর সময়।" (বুখারী)

٩٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ ؟ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এত বেশী ইবাদত করতেন যে, তাতে এমনকি তাঁর পা মুবারক দু'খানা ফুলে ফেটে যেত। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ করছেন কেন, আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ "আমি কি আল্লাহর শুকুরগুযার বান্দা হওয়া পছন্দ করব না?" (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম (রমযান মাসের) শেষ দশক এলে সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন। এ সময় তিনি কোমর বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٠٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ ، وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرَ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ؛ فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিনের চেয়ে বেশী ভাল ও বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার জন্য উপকারী তার প্রতি লোভ কর এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। আর দুর্বল হয়ো না। যদি তোমার কোন বিপদ আসে, তবে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে ঐরূপ হতো। বরং এ কথা বল যে, আল্লাহ তাক্‌দীরে এটাই রেখেছে এবং তিনি যা চান তাই করেন। কেননা 'যদি' শব্দটি শয়তানের কার্যক্রমের দরজা খুলে দেয়। (মুসলিম)

١٠١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১০১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দোযখকে লোভনীয় জিনিস দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে দুঃখ-কষ্টের আড়ালে রাখা হয়েছে।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٠٢- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ، ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّيْ بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، إِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ، فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -